আন্তর্জাতিক আইনি পরিকাঠামো

১. ভূমিকা

এই অনুচ্ছেদ বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের আন্তর্জাতিক আইনি পরিকাঠামো বিশেষ করে রেহিঙ্গাদের বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি এক ধারণা দেয়। আন্তর্জাতিক আইনি পরিকাঠামো কিছু বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা স্থির করে যেগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা নির্ণীত হয়েছে এবং কিছু বাধ্যতামূলক নীতি উপদেশ স্থির করে বা কিছু আঞ্চলিক চুক্তি ও ঘোষণা দ্বারা নির্ণীত হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে আইনের বিভিন্ন ধরনের সাথে একটি সম্পর্ক নির্ণয় করে রোহিঙ্গাদের কোন অধিকারগুলো সুনির্দিষ্ট আর কোন অধিকারগুলো পাওয়া উচিৎ একটি চিত্র নির্ণয় করা।

এই প্রতিবেদন বর্ণিত কোনো দেশই এমন কোনো চুক্তিতে অনুমোদন দেয়নি যেগুলো রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। যেমন উদ্বাস্তু সম্মেলন এর দুটি রাষ্ট্রহীনতা সম্মেলন।

প্রথমত যেরকম নীচে আলোচিত হয়েছে। যেই আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন ও রাষ্ট্রহীনতা আইন দুটোকেই আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই এ আইন দ্বারা বর্ণিত বাধ্যবাধকতাগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন রাষ্টগুলো মানতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রশ্নের সম্মুখীন রাষ্ট্রগুলো প্রত্যেকটি, মানবধিকার চুক্তির মৌলিক ডঙ্খপদেশ সম্মিলিত অনেক চুক্তি অন্যরকমভাবে অনুমোদন করেছে। যার মধ্যে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কিত অনেকগুলো অধিকার যেমন আইনগত মর্যাদার অধিকার, সাম্যের অধিকার, কর্মের অধিকার অবাধ থেকে মুক্তির অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা ও পারিবারিক জীবন নির্বাহের অধিকারগুলো অন্তর্গত আছে। এই প্রতিবেদনে এই অধিকারগুলো উপস্থাপন করে এবং অন্বেষণ করে কীভাবে কী উপায়ে এই অধিকারগুলো রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে, যে সমস্ত ব্যাখামূলক চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে হয়নি তা এই মতে বিস্তারিত ব্যবহৃত হয়। যে সব চুক্তিতে রাষ্ট্র কোনো পক্ষ নয়, সেইসব চুক্তি, রাষ্ট্র যে সব চুক্তিতে এক পক্ষ তার ভাবনাকে পথনির্দেশ বা ব্যাখা দিতে পারে, কোনো ব্যক্তির সাম্য ও অবৈষম্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে, যে কি না বিবিধ অবৈষম্যের শিকার হতে পারে তাদের দ্বারা বা সেই পরিপেক্ষিতে যারা বা যাদের জীবন অন্য কোনো চুক্তির অন্তর্গত বা চুক্তির দ্বারা সুরক্ষিত।

এইরকমভাবে আন্তর্জাতিক আইনের কিছু নীতি আছে, যা কোনো ঘোষণাপত্র বা চুক্তি বা নীতিগুচ্ছের সিদ্ধান্ত স্বাক্ষর দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাষ্ট্র একটি জন-ঘোষনাপত্রের দ্বারা সেগুলোর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরেছে।

১.দেখুন, উদাহরণস্বরুপ, ইন্টারন্যাশনাল কোভনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইনটস, ৯৯৯ উ.এন.টি.এস ১৭১.১৯৬৬। অনুচ্ছেদ ২(১), উদ্দেশ্য এবং ব্যবহারিক এর ক্ষেত্রে হিউম্যান রাইটস কমিটি উল্লেখ করেছে যে কনভেনশন রাইটসের কোন সসসসসসসে বাধ্যবাধকতা থাকবে না বেং তা যথাযথ মর্যাদার সাথে তা মান্য করা এবং বৈষম্যহীনতা গ্রহণযোগ্য নয়। দেখুন, হিউম্যান রাইটস কমিটি, সাধারণ মন্তব্য (জেনারেল কমেন্টস), অনুসমর্থন উপর রিজার্ভ সংক্রান্ত বিষয় (০ সাদারণ মন্তব্য অথবা সংযোজন কোভনান্ট অথবা সস ঐচ্ছিক প্রটোকল অথবা বা সম্পর্ক ঘোষণা করা কোভনান্ট অনুচ্ছেদ ৪১, উ.এন সনদ। CCPR/C/21/Rev.1/Aed.6, 1994, Para 9.

২. আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো সূত্র ঃ

ক, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক মানবাধিকার চুক্তির স্বাধীনতা

১, আন্তর্জাতিক এবং মানবাধিকার চুক্তি

আন্তর্জাতিক আইনের সুপ্রতিষ্ঠত নীতি যেটি কোনো রাষ্ট্র মেনে চলতে বাধ্য। রাষ্ট্রকে তার এলাকা ও অধিক্ষেত্রের মধ্যে সকলের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।[১] এই বাধ্যবাধকতা বহু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে পাওয়া যায় এবং প্রয়োগিত হয় বা রাষ্টহীনতা নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির ওপর। রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক আইনি অনুমোদন সাপেক্ষে নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতার অন্তর্গত যেমন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি। (International Covenant on Civil and political Rights (ICCPR) আন্তর্জাতিক আইনশাস্ত্রের পরিশিষ্টে কিংবা আন্তর্জাতিক আইন সঞ্চালক মন্তব্যে যেমন মানবাধিকার কমিটিতে (Human Rights Committee) দুই জায়গাতেই চুক্তির অন্তর্গত বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে।[২] যেহেতু মানবাধিকার একটি সার্বজনীন বিষয়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিজাতীয়দের (রাষ্টহীন মানুষ সুদ্ধ) প্রতি কম বাধ্যবাধকতা স্বজাতীয় মানুষের তুলনায়। তথাপি উন্নয়নশীল দেশগুলো ছাড়া অনুমোদনকৃত পার্থক্যকরণ খুবই নগণ্য।[৪] যাই হোক উদাহরণ স্বরূপ সামান্য কিছু হাতে গোনা রাজনৈতিক অধিকার যেমন ভোট দেওয়ার অধিকার, জনসেবার অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারগুলো, মূল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোতে নাগরিকের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।[৫]

রাষ্ট্র এই সমস্ত অধিকারগুলো, বিচার করে, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়দের জন্য আইনি অবস্থান নিতে পারে, কিন্তু কখনই পরিত্যক্ত করতে পারে না। উপরন্তু অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারে আন্তর্জাতিক চুক্তির এই চুক্তির আর্টিকেল ২ অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোকে স্পষ্টভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঠিক কতটা এই দেশগুলো অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিজাতীয়দের জামিন প্রদান জামিন প্রদান করবে এই ধারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ডের[৫] ক্ষেত্রে নয়। সমষ্টিগতভাবে এই পৃথকীকরণ বিজাতীয় এবং রাষ্ট্রহীনদের স্বাধীনতা একটি সাধারণ সমস্যা।[৬]

---

২. হিউম্যান রাইটস কমিটি, জেনারেল কমেন্ট ১৫, দি পজিশন অব আন্ডার দি কনভেনান্ট, ১৯৮৬, প্যারা ১ ।

৩. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন সিভিল রাইটস, আর্টিকেল ২৫।

৪. কমিটি অন দ্য এলিমিনিশেন অব রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, জেলারেল রিকমেন্ডেশন ড্ড্ড ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট নন সিটিজেনস, ১ অক্টোবর ২০০২, প্যারা ৪ ।

৫. অনলি বাংলাদেশ ফিচারস অন দ্য লেটেস্ট রিভিউ অব দ্য লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ। সি ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনোমিক্স অ্যান্ড সোস্যাল এফেযারস অব দ্য ইউএন সেক্রেটারিয়েট, দ্য লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি ক্যাটাগরি ২০১৫ কান্ট্রি সেনাপশট, ২০১৫। লিঙ্ক দেখুন :http://www/institutesi.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/2015_ldc_factsheet_all.pdf.

৬ .ইনিস্টিউট অন স্টেটলেস অ্যান্ড উনক্লুশন, দ্য ওয়ার্ল্ডস স্টেটলেস, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৮, এভেইলেভেল লিঙ্ক :http://www.institutesi.org/worldsstateless.pdf.

নিম্নলিখিত চুক্তিগুলোতে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যাণ্ড যোগদানে সম্মত হয়েছে বা অনুমোদন করেছে, ছাইরঙ্গের ঘরগুলো ইঙ্গিত দেয় কোনো প্রাসঙ্গিক দেশ অন্তর্গত চুক্তির নির্দিষ্ট বাধ্যবাধ্যকতার ক্ষেত্রে ঘোষণাপত্রে বা সংরক্ষণপত্রে অংশগ্রহণ করেছে।[৭]

প্রাসঙ্গিক চুক্তি সংগঠন			
	বাংলাদেশ	মালয়েশিয়া	থাইল্যান্ড
কনভেনশন অ্যাগেনিস্ট টর্চার[৮]	৫-১০-১৯৯৮৯	০	২-১০-২০০৭ ১০
কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফরমস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনশট (সিইডিএডব্লিউ) [১১]	৬-১১-১৯৮৪ ১২	৫-০৭-১৯৯৫ ১৩	৯-০৮-১৯৯৫ [১৪]
ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য প্রোটেকশন অব দ্য রাইটস অব অল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড মেঘারস অব দেয়ার ফ্যামিলি [১৫]	২৪-০৮-২০১১	০	০
কনভেনশন অব দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড (সিয়ারসি) [১৬]	০৩/০৮/১৯৯০ ১৭	১৭-০২-১৯৯৫ [১৮]	২৭-০৩-১৯৯২ [১৯]

৭ .প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৯।

৮ .কনভেনশন এগেইনেস্ট টর্চার অ্যান্ড আদার ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান অর ডিগ্রেডিং ট্রিটোন্ট অর পানিশমেন্ট। জি এ রেস ৩৯/৪৬, ১৯৮৪।

৯. বাংলাদেশ হ্যাজ এন্টারেট এ রিজারভেশন ইন রেসপেক্ট অব আর্টিকেল ১৪(১) স্টাটিং দ্যাট দ্যরাইট ত রিড্রেস ইউল বি এপাইড ‘’ইন কন্সোনেন্স ইউথ দ্য এক্সিসটিং লস এন্ড লেজিসলেশন ইন দ্য কান্ট্রি।

১০. থাইল্যান্ড এন্টারেট এ রিজারভেশন টু আর্টিকেল ৩০(১) হুইচ এ্যালোস পাটিজ টু রেফার ডিস্পুটস টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস এন্ড ও ডিক্লারেসন অন দ্য অবজেক্ট অ্যান্ড পারপাস াব দ্য কনভেনসন। থাইল্যান্ড আলসো এন্টারেড এ্যান ইন্টারপ্রিটিড ডিক্লারেশন অন দ্য ডেফিনেশন অব টর্চার আন্ডার আর্টিকেল১, দ্যঅফেন্স আন্ডার আর্টিকেল ৪, এ্যান্ড দ্যজুরিসডিকশন ক্লোজ আন্ডার আর্টিকেল ৫।

১১. কনভেনশন অন দ্যএলিমিনেশন অপ অল ফর্মস অব ডিসিঙউমিনেসন এগেইনস্ট ইউমেন, ১২৪৯ ইউ.এন.টি.স ১৩,১৯৭৯।

১২. বাংলাদেশ হ্যাজ এন্টারিং আ রিজারভেশন নাথিং দ্যাট ইট ইজ ন্ট বাউন্ড বাই আর্টিকেল ২ (দ্যরিকয়্যারমেন্ট টু আন্ডারটেক মেজারস টু এলিমিনেট ডিসক্রিমিনেশন এগহৈনেস্ট ইউমেন), ১৩ (এ) (দ্য রাইটস টু ফ্যামিলি বেনিফিটস অন এন একুয়াল), ১৬ (১)(সি) (ইকুয়ালিটি ডিউরিং ম্যারিজ এন্ড এ্যাট ইটস (ডিসুলেশন) এন্ড ১৬(১) (এফ) (ইকটয়ালিটি) ইন রিলেশন ত গার্ডিয়ানশিপ অর এ্যাডাপশন অব চিল্ড্রেন) এস দিস প্রভিশন্স চনফ্লিক্ট ইউথ শালিয়া ল।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (সিআর ডিপি) [২০]	৩০/১১/২০০৭	১৯/০৭/২০১১ [১১]	২৯/০৭/২০০৮
নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আই সি সি আর পি) [২২]	৬/৯/২০০০ [২৩]	X	২৯/১০/১৯৯৬ [২৬]
সকল ধরনের জাতিগত বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (আইসিইআরডিপি) [২৫]	১১/০৬/১৯৭৯	X	২৮/১০/২০০৩ [২৯]
ইন্টারনাশনাল কভেনান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (আইসিএসসিয়ার) [২৭]	৫-১০-১৯৯৮ [২৮]	X	৫-০৯-১৯৯৯ [২৯]
১৯৫১ রিফিউজি কনভেনশন [৩০]	X	X	X
১৯৬৭ রিফিউজি কনভেনশন	X	X	X

১৩. মালয়েশিয়া হ্যাজ এন্টারেড এ রিজারভেশন নাথিং দ্যাট ইট দাজ নট কনসিডার ইটসেলফ বাউন্ড পাই আর্টিকেল ৯(২) (ইকুয়াল্টি অব রাইটস ইন রেসপেক্ট অব ন্যাশনালিটি অব চিলড্রেন), ১৬ (১) (ছি) (ইকুয়াল্টি ডিউরিং ম্যারেজ এন্ড .....) এন্ড ১৬ (১) (এফ) (ইকোয়ালিট ইন রিলেশন টু গার্ডিয়ানশিপ অর এডোপশন অব চিল্ড্রেন), এন্ড ১৬ (১) (জি) (ইকুয়াল্টি ইন পারসোনাল রাইটস আস হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ)।

১৪ .থাইল্যান্ড এন্টারেড এ রিজারভেশন ইন রেসপেক্ট অব আর্টিকেল ২৯ (১) হুইচ এ্যালোস রার্টিজ টু রেফার ডিস্পুটিজ টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল ে কার্ট অব জাস্টিজ এন্ড এ ডিক্লারেশন অন দ্য অবজেক্ট এন্ড পারপাস অব দ্য কনভেনশন।

১৫ ।ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য প্রোটেকশন অব দ্য রাইটস অব অল মাইগ্রেশন ওয়ার্কারস অ্যান্ড মেম্বারস অব দেয়ার গেমিলিস, ২২২০ ইউ.এন.টি.এস.৩, ১৯৯০ ।

১৬ .কনভেনসন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড, ১৫৭৭ ইউ. এন. টি. এস. ৩, ১৯৮৯।

১৭. বাংলাদেশ এন্টারেড রিজারভেশন ত আর্টিকেল ১৪ (১) (দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড ত ফ্রিডম অব খট, কন্সাইন্স এন্ড রিলিজিয়ন) এন্ড নোটিশ দ্যাট আর্টিকেল ২১ (অন দ্য সিস্টেম অব এ্যাডাপটেশন) অ্যাপন্টাইজ সাবজেক্ট টু ন্যাশনাল ল।

১৮. মালয়েশিয়া এন্টারড রিজারভেশন টু আর্টিকেল ২ (দ্য রিকয়ারমেন্ট টু গ্যারান্টি অল দ্য রাইটস ইন কনভেনশন উইথাউট ডিস্ট্রিমিনেশন), ৭ (দ্য রাইট টু বার্থ রেজিস্টেশন), ১৪ (দ্য রাইট অব দ্য চাইল্ড টু ফ্রিডম অব দ্য চাইল্ড টু ফ্রিডম অব থট, কনসাইন্স অ্যান্ড রিলেজিয়ান), ২৮ (১) (এ) (দ্য রাইটস অব অল টু ফ্রি, কমপলসারি প্রাইমারি এডুকেশন) এন্ড ৩৭ (অবলিগেশন অন স্টেট টু এনসিউর দ্যাট চিল্ড্রেন আর নট

সাবজেক্ট টু চর্চার, ইনহিউম্যান অর ডিগারডিং ট্রিটমেন্ট, ডিপ্রাইভড অব দেয়র অব লিবার্টি টেকস একাউন্ট অব দ্য চাইড'স এজ) নাথিং দ্যাট সাচ প্রভিশনস আর আপ্লিকেবল অনলি টু দ্য এক্সটেন্ট দ্যাট দে আর কনসস্টটেন্ট ইউথ দ্য কনস্টিউশন এন্ড ন্যাশনাল ল।

১৯. থাইল্যান্ড এন্টারড রিজারভেশন টু আর্টিকেল ২২ (রাইটস অব চিলড্রেন সিকিং রিফিউসি স্টাটাস) সাচ দ্যাট ইট অনলি এ্যাপন্টাইজ সাবজেক্ট ন্যাশনাল ল।

২০. কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারশনস উইথ ডিজাবিলিটিজ, ২৫১৫ ইউ.এন.টি.স ৩, ২০০৬ ।

২১. মালয়েশিয়া হ্যাজ এ রিজারভেশন ইন রেসপেক্ট অব আর্টিকেল ১৫ (ফ্রিডম ফ্রম টর্চার) অ্যান্ড ১৮ (লিবার্টি অব মুভমেন্ট অ্যান্ড ন্যাশনালিটি)। ইট অলসো এন্টারড আ ডিক্লারেশন দ্যাট দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব দ্য কন্সটিটিউশনাল প্রিন্সিপাল অব ইকুয়াল্টি অ্যান্ড নন-ডিস্ট্রিউমিনাশন ইন দ্য কনভেনশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটস দ্য রাইটস টু পার্টিসিপিসন ইন কালচারাল রাইফ আন্ডার আর্টিকেল ৩০ এ্যাজ আ ম্যাটার ফর ন্যাশনাল ল।

২২. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইট স।

২৩. বাংলাদেশ হ্যাজ এন্টারড এ রিজারভেশন ইন রেসপেক্ট অব আর্টিকেল ১৪ এবাইট ট্রায়েলস ইন এবসেনশিয়া অ্যান্ড ডিক্লারেশন ইন রেসপেক্ট অব আর্টিকেল ১০ নাথিং ইটস ল্যাক অব ফিনানশিয়াল ক্যাপাসিটি ইন রিলেশন টু দ্য রিফরমেশন অ্যান্ড সোশ্যাল রিহাবিলেশন অব প্রি, ১১ নাথিং এক্সেশনাল সারকামসটেন্সস আন্ডার ন্যাশনাল ল আলোয়িং ফল সিভিল ইম্প্রিজনারস অব লিগ্যাল এসিসটেন্স টু পারশনস চার্জড ইউথ ক্রিমিনাল অফেন্স।

২৪. থাইল্যান্ড হ্যাজ এন্টারড ইন্টারপ্রিটিভ ডিক্লারেসন ইন রেসপেক্ট অব দ্য ডেফিনেশন অব ''সেলফ-ডিটারমিনেশন'' ইন আর্টিকেল ১ অ্যান্ড ''ওয়ার'' ইন আর্টিকেল ২০।

২৫. ইন্টারন্যাশনাল কনভেশন অন দ্য এলিমিনেশন আব অল ফর্মস অব রেসিয়াল ডিস্ট্রিমিনেশন, ৬৬০ ইউ.এন.টি.এস.৩,১৯৬৬।

২৬. থাইল্যান্ড হ্যাজ এন্টারড এ রিজারভেশন টু আর্টিকেল ২২ (হুইচ এ্যালোস পার্টিজ টু রেফার ডিসপুইট টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিজ অ্যান্ড আ ডিক্লারেসন অন দ্য অবজেক্ট এন্ড পাররাস অব দ্য কনভেনশন) এ্যান্ড এ্যান ইন্টারপ্রিটিভ ডিক্লারেশন দ্যাট দ্য প্রোভিশন অব আইসিইআরডি অনলি অ্যাপ্লাই টু দ্য এক্সটেন্ট দে আর কন্সিস্টান্ট উইথ ন্যাশনাল ল।

২৭. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, ৯৯৯ ইউ.এন.টি.এস. ৩, ১৯৬৬।

২৮. বাংলাদেশ এন্টারড এ ডিক্লারেশন অন দ্য ইন্টারপ্রিটেশন আন্ডার আর্টিকেল ১.ইট আলসো নোটেড দ্যাট ইট উড ইমপ্লিমেন্ট আর্টিকেল ২ এ্যান্ড ৩ (ইন রিলেশন টু জেন্ডার ইকুয়াল্টি) এ্যান্ড আর্টিকেল ৭ (দ্য রাইট টু জাস্ট এ্যান্ড ফেভোরাবল কন্ডিশনস অব ওয়ার্ক) এ্যান্ড ৮ (ইন রিলেশন টু ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস) কনসিসটেন্টলি উইথ ন্যাশনাল ল। ফাইনালি, ইট নোটেড দ্যাট ইটস ইম্পিমেন্টেশন অব আর্টিকেল ১০ (নন প্রোটেকশন অব দ্য ফ্যামিলি) এ্যান্ড ১৩ (রাইট টু এডুকেশন) প্রোগেশেভিল।

২৯. থাইল্যান্ড এন্টারড ইন্টারপ্রিটেটিভ ডিক্লারেশন অল সেলফ ডিটারমিনেশন ইন আর্টিকেল ১।

৩০. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্টাটাস অব রিফিজিজ, ১৮৯ ইউ.এন.টি.সে। ১৫০, ১৯৫৪।

অপশনাল প্রটোকল [৩১]	X	X	X
১৯৫৪ কনভেনশন রিলেটিং টু স্ট্যাটাস অফ স্টেটলেস পারসন্স [৩২]	X	X	X
১৯৬১ কনভেনশন অন দ্য রিডা-কশন অপ স্টেটলেসনেস [৩৩]	X	X	X

উপরোক্ত তালিকায় যেমন দেখানো হয়েছে তালিকায় বর্ণিত রাষ্ট্রগুলো প্রত্যেকটি অনুমোদনকৃত চুক্তিরগুলোর অনেক সংরক্ষণের আওতায় আসে। এগুলো রোহিঙ্গাদের ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়:

মালয়েশিয়া সংরক্ষণ নীতি :

- সিপি আর ডি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ১৮ স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার।
- সি আর সি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ২ বৈষম্যহীনতার প্রয়োজনীয়তা, অনুচ্ছেদ ৭ জন্মনিবন্ধিকরণ এবং অনুচ্ছেদ ২৮ (১) (ক) প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার।
- সি ই ডি এ ডব্লিউ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ৯ (২) শিশুর জাতীয়তা সম্পর্কিত নারী-পুরুষের সমান অধিকার।

থাইল্যান্ড সংরক্ষণ নীতি :

- সিআরসি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ২২ শিশুদের শরণার্থী হিসাবে অধিকার।

মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড উভয়কেই তাদের সংরক্ষণ নীতি বাতিল করতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তাদের সেই চুক্তিতে সম্মত করা যাতে তারা অন্তর্ভুক্ত নয়। [৩৪] যদিও সেই সংরক্ষণ নীতির কোন অগ্রগতি হয়নি যা রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গাদের প্রতি প্রতিশ্রুতির নিয়মিতভাবে থাইল্যান্ডের বৃহত্তর সংরক্ষণ নীতির বিবেচনার উর্ধ্বে। [৩৫] এই রিপোর্টে উল্লেখিত কোনো দেশহ

---

৩১. কনভেনশন রিলেটিং দ্য স্টাটাস অব রিফিউডিস, প্রটোকল ৬০৬, উ এন, তি এস ২৬৭, ১৯৬৭

৩২. কনভেনশন রিলেটিং টু স্ট্যাটাস অব স্টেটলেস পারসন্স, ৩৬০ উ.এন.তি.এস ১১৭, ১৯৫৪

৩৩ .কনভেনশন অন দ্য রিডাকশন অব স্টেটলেসনেস, ৯৮৯, উ এন তি এস ১৭৫, ১৯৬১

৩৪. হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, রিপোর্ট অন দ্য ওয়ার্কিং গ্রুপ অন দ্য ইউনিভারসাল পিরিয়ডিক রিভিউ অব মালয়েশিয়া UN Doc.A/HRC/19/8, 8 December, ২০১২ Para ৮৯.১.

ে সদস্য নয় কনভেনশন রিলেটিং টু দি স্ট্যাটাস অব রিফুজিস অথবা কিংবা স্টেটলেস কনভেনশন : কনভেনশন রিলেটিং টু দি স্টাটাস অব স্টাটাস অব স্টেটলেস পারসনস (কনভেনশ ১৯৫৪) অথবা দ্য কনভেনশন অন দি রিডাকশন অব স্টেটলেসনেস (কনভেনশন ১৯৬১)। ফরশ্রুতিতে, যদি না কনভেনশনের একটি প্রাসঙ্গিক বিধান প্রথাসিদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদ্য লাভ করে, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড রাষ্ট্রহীন ও উদ্বাস্তুদের কনভেনশন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় নির্দিষ্ট বাধ্যবধকতা দ্বারা আবদ্ধ নয়।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহের অধীনে বাধ্যবধকতা ছাড়াও, জাতি সংঘের সদস্য হিসেবে, সকল রাষ্ট্র জাতীয় সংঘের সনদ অনুযায়ী সার্বজনীনভাবে জাতি, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্মনির্বিশেষে সবার জন্য মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষিত।

৩৬

খ. প্রাসঙ্গিক আঞ্চলিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ

মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান দেশগুলোর সদস্য (আশিয়ান)। মালয়েশিয়া ১৯৭৭, ১৯৯৭, ২০০৫ এবং সম্প্রতি ২০১৫ এশিয়ান -এর চেয়ারম্যান পদে ছিল; থাইল্যান্ড চেয়ারম্যান পদে ছিল ১৯৯৫, ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে। [৩৭] এশিয়াণ -এর সদস্য হিসাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, এছাড়াও মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এশিয়ান ইন্টার গভরমেন্ট কমিশন অন হিউমান রাইটস (এয়াইসিএচআ্র) [৩৮] এবং এশিয়ান কমিশন অন দ প্রমোশন অ্যান্ড প্রটেকশন অব ইউমেন অ্যান্ড চলিড্রনে (এয়াইসিএইচয়ার)।

১৮ ডিসেম্বর ২০১২, আশিয়ান রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ আশিয়ান মানবাধিকার (এএইচআরডি) ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এএইচআরডি, বাধ্যতামুলক নয়, বৈষম্যবীহীন মানবাধিকার সুরকঁষার একটি আঞ্চলিক অঙ্গীকার; রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের অন্তরভুক্ত করা হয়। এএইচআরডি ধারা ১৮এর অধীনে ''আইনের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাতীয়তার অধিকার আছে। ইচ্ছামত যেমন কোন ব্যক্তিকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না তেমনি জাতীয়তা

পরিবর্তনের অধিকার থেকে অগ্রাহ্য করা যাবে না''। ধারা ১৮ অধীনে জাতীয়তার অধিকার হচ্ছে যা ''আইনের দ্বারা নির্ধারিত'' ; এই জাতীয়তার অধিকার সীমাবদ্ধতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেমন জাতীয়তার বিষয় হচ্ছে জাতীয় তার অধিকার; উপরন্তু, ''আইন'' পারে এবং আন্তর্জাতিক আইন উভয় অধীনে অনুসমর্থন।

---

৩৫. হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, রিপোর্ট অন দ্য ওয়ার্কিং গ্রুপ অন দ্য ইউনিভারসাল পিরিয়ডিক রিভিউ অব মালয়েশিয়া অ্যাডেনডাম, UN Doc.A/HRC/২৫/১০/Aed. ১,৪ মার্চ ২০১৪, পারা ১০ হিউমান রাইটস কাউন্সিল, রিপোর্ট অন দ্য ওয়ার্কিং গ্রুপ অন দ্য ইউনিভারসাল পিরিয়ডিক অব থাইল্যান্ড। অ্যাডেনডাম, ড্ড্ঞ্ঙ্গদ্রত্ব.ঙ/ছট্টখ্ন/১৯/৮/জ্রত্ম.১, ৬ মার্চ ২০১২, প্যারা ৪।

৩৬. জাতিসংঘ, জাতিসংঘের সনদ, ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫, ১ উ.এন.টিএস. XVI, ধারা ৫৫(গ)।

৩৭. দক্ষিণ-পূর্ব, দেশগুলোর সংস্তা, আশিয়ান চেয়ার, যোগাযোগ ডিসেম্বর ২০১৬। দেখতে পাবেন : http://asean./asean-chair/|

৩৮. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের আন্তঃসরকার মানবাধিকার কমিশন অ্যাসোসিয়েশন, এইচসিএইচআর প্রতিনিধিরা। দেখতে পাবেন : : http://aichr.org/about/aichr-representatives/

যাইহোক, ''আইন'' এবং উভয় অনুসমর্থন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি এবং গতানুগতিক আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।[৪১]

এ এইচ আর ডি সদস্যদের উপর আরোপ করে, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডসহ ''প্রাথমিক দায়িত্ব (...) এবং সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উন্নত ও রক্ষা করা''[৪২] ভেদাভেদ ছাড়া[৪৩]। সম্প্রতি, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়াসহ অসিয়ান দেশের প্রধানেরা স্কুল বঞ্চিত শিশু এবং তরুণদের জন্য শিক্ষার জোরদার করার জন্য অঙ্গীকার করেছেন, প্রকারন্তরে যথাযথ উপায়ে নিশ্চিত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রতিটি ব্যক্তির অধিকারের মধ্যে পরে।[৪৪]

এছাড়াও আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রের এইচআরডি এর মাধ্যমে ঘোষণা যে ঃ

> নারী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভিবাসী শ্রমিক এবং দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা অধিকারের অংশ (emphasis Aeded)।[৪৬]

এএইচআরডি ধারা ১৬ মতানুসারে 'প্রত্যেক ব্যক্তির অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। সেই রাজ্যের আইন অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রযোজ্য (emphasis added)।[৪৭]

মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ এশিয়ান-আফ্রিকান আইনগত পরামর্শমূলক (এএএলসিও) সংস্থার সদস্য

---

৩৯. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থা, মানবাধিকার ঘোষণা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, বিস্তারিতভাবে: http://www.asean.org/storage/images/AEAAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf.

৪০. আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন রুল অব ল ইনিশিয়েটিভ, আসিয়ান মানবাধিকার ঘোষণাপত্র : একটি আইনগত বিশ্লেষণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪৭। বিস্তারিতভাবে : http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/asean/asean-human-rights-declaration-legal-analysis-2014.authcheckdam.pdf|

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. পূর্বে উল্লিখিত, টীকা ধারা ৬।

৪৩. প্রাগুক্ত, ধারা ২। উল্লেখযোগ্য হলো : বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থাদের সদস্য নয়, কিন্তু সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশন আঞ্চলিক ফোরামের সদস্য।

৪৪. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থা, স্কুল বঞ্চিত শিশু এবং তরুণদের জন্য শিক্ষার জোরদার করার জন্য অঙ্গীকার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬,ি বস্তারিতভাবে : http://asean.org/storage/2016/09/ASEAN-Declaration-on-OOSCY_SEOPTED.pdf|

৪৫. পূর্বে উল্লিখিত, টীকা ৩৯, অনুচ্ছেদ ৪।

৪৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৪।

৪৭. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৬।

যারা বাধ্যতাবিহীন ব্যাংকক প্রিন্সিপাল অন স্ট্যাটাস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অব রিফিউজিস ১৯৬৬ (ব্যাংকক প্রিন্সিপাল) চুক্তি গ্রহণ করে।[৪৮]

ব্যাংকক নীতি 'বিফিউজি'[৪৯] সংজ্ঞা প্রদান করে এবং পরবর্তীকালে স্বাক্ষরকারীদের বাধ্যবাধকতাবিহীনতার ব্যাখ্যা করা হয়। শরণার্থীদের ক্ষেত্রে non-refoulement নীতির মান্যতা;[৫০] শরণার্থীদের চিকিৎসা প্রদান যা কোনো সাধারণভাবে প্রদত্ত বিদেশিদের থেকে কম না হয়।[৫১] বৈষম্যহীনভাবে শরণার্থীদের সাথে সুআচরণ[৫২], শরণার্থী নারীদের সুরক্ষা উন্নতির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা,[৫৩] শরণার্থী বিতাড়িত বা ফেরত না পাঠানো সেই দেশে যেখানে তার জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন[৫৪], স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানানো।[৫৫]

খ.আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন

১৯৫১ সালে শরণার্থী কনভেনশন গৃহীত হয়, শরণার্থী অধিকার রক্ষার জন্য এটাই প্রথম বাস্তব শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। ১৯৫৪ সালে কনভেনশন প্রনয়ন হয় যেভাবে ১৯৬৭ সালে শরণার্থী মর্যাদা সম্পর্কিত সংশোধনী প্রটোকল গৃহীত হয়। এই রিপোর্টটি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় কোনো রাষ্ট্রই শরণার্থী কনভেনশন বা তার প্রটোকলের অংশীদার নয়। রাষ্ট্রে উদ্বাস্তুদের সুরক্ষা নীতিগুলো কতটা প্রযোজ্য হয় তা নির্বারণ হয় কনভেনশন নীতিমালার সাথে তুলনামূলক বিচারে।

সাম্প্রতিক সময় ইউনিভারসাল পিরিওডিক রিভিউ কার্যধারাতে[৫৬] উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন।সুপারিশ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ শুধুমাত্র লক্ষনীয় যে ''সবান্তরে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা শাসনের মূল নীতির অনুসরণ করেছে, non-refoulement নীতি সহ" এবং সংশ্লিষ্ট কনভেনশন অনুসমর্থন ইস্যুবাড়ম্বতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা"।[৫৭] সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া ইউনিভারসাল পিরিওডিক রিভিউ কার্যকারিতা আইন সংযোজন করতে ব্যর্থ।[৫৮] থাইলান্ড ১৯৫১ রিফিউজি কনভেনশন প্রটোকল অনুমোদন বিবেচনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৫৯]

---

৪৮. এশিয়ান-আফ্রিকান লিগ্যাল কনসালটেটিভ অরগানাইজেশন, বাংকক প্রিন্সিপল অন স্টাটাস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অব রিফুউজিস, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৬, বিস্তারিতভাবে : http://www.under.org/455c71de2.pdf.

৪৯. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১।

৫০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৪।

৫১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ III (১)

৫২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ IV(১)

৫৩. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ IV(৫)

৫৪. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ IV(৬)

৫৫. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ IV (৩)

বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড উভয় ইউএনএইচসিআর নির্বাহী কমিটির সদস্য [৬০] সরকারের কাছে আবেদন করেন 'শরণার্থীরা যারা সরাসরিভাবে দেশে এসেছে তাদেরকে স্থায়ী অথবা নিদেনপক্ষে সাময়িক আশ্রয় 'প্রচেষ্টা' কিংবা 'প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা' অথবা উদারনীতি অনুসরণ করা। [৬১] বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড নির্বহী কমিটির সদস্য হওয়ার দরুণ এই নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রদের চলতে আহ্বান করা যেতে পারে।

যদিও বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড রিফিউজি কনভেনশন অনুমোদন করেনি, কনভেনশনের কিছু নীতি প্রথাসিদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদাপ্রাপ্ত এবং বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড বাধ্য তা মান্য করা। কনভেনশন উদ্বাস্তুদের সুরক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্র এর মান নির্ধারণে সমতা করে।

অনুচ্ছেদ ১ রিফিউজি কনভেনশন শরণার্থী হিসেবে কোনো ব্যক্তি সংজ্ঞায়িত হয় যে :

জাতি, ধর্ম, জাতীয়তার পরিচয় একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য অথবা রাজনৈতিক মতামত, নিজের দেশের বাইরে অথবা দৃঢ় বিশ্বাস যে অত্যাচারিত হবার আতংক। সেইদেশে সাবধান থাক বা থাকার অনিচ্ছ, অথবা যার জাতীয়তা নেই এবং এই সব কারণের জন্য নিজের দেশের বাইরে ভীতির দরুণ বসবাস করতে হয় বা যিনি ফিরতে অনিচ্ছুক অথবা অসামর্থ। [৬২]

---

৫৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ VII (১)।

৫৭ .হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, রিপোর্ট অপ দ্য ওয়ারকিং গ্রুপ অন দ্য উনিভারসাল পিরিওডিক রিভিউ, বাংলাদেশ, অ্যাডেন্ডাম, UN Doc. A/HRC/24/12/Add.1, 23 July 2013, Recommendation 130.7 (Human Rights Council, *Report of the* Working Group on the Universal Periodic Review, Bangladesh, Addendum, UC Doc. A/HRC/24/12/Add.1, 23 July 2013, Recommendation 130.7.)

৫৮. উপরুক্ত টীকা ৩৫ দেখুন, প্যারা ৯।

৫৯. হিউমান রাইটস কাউন্সিল, রিপোর্ট অফ দ্য ওয়ারকিং গ্রুপ অন দ্য উনিভারসাল পিরিওডিক রিভিউ থাইল্যান্ড, অ্যাডেন্ডাম, *UN doc১. ৬/* HRC.১৯/৮/Add.১ ৬ March ২০১২ Recommendation ৮৯.৫.ছuman Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Thailand - Addendum, UN Doc. A/HRC.১৯/৮/Add.১ ৬ March ২০১২ Recommendation ৮৯.৫.

৬০. উএনইচসিয়ার, উএনইচসিয়ার এক্সিকিউটিভ কমিটি অপ দ্য হাই কমিশনার প্রোগ্রাম ফর দ্য পিরিওড অক্টোবর ২০১৬ - অক্টোবর ২০১৭, ৭ অক্টোবর ২০১৬, বিশদভাবে জানতে :http://www.unhcr.org/uk/excom/scaf/৫৭৪৮০৮২খ4/list-members-observers-২০১৬-2০১৭.ht ml(UNHCR Executive committee of the High Commisioner's Programme Composition for theperiod october ২০১৬ - october ২০১৭ ৭ October ২০১৬ available at: http.//www.unhcr.org/uk/excom/scaf/5748082a4/list-members-observers-2016-2017.html.)

আন্তর্জতিক আইনের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা সুপ্রতিষ্ঠিত। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিরা এই সংজ্ঞার উপযুক্ত নয়, রাষ্ট্রহীন কোনো দেশ, কোনো ব্যক্তি জাতীয়তা স্বীকার করে না। [৬৩] যেগুনে উদ্বাস্তু বলতে বোঝায় উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ১ এর নিয়মানুসারে নির্যাতন-নিপীড়নের আশঙ্কায় কোনো পুরুষ বা নারী নিজের দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়। যদিও শরণার্থীর মর্যাদা এবং রাষ্ট্রহীন একদম স্বতন্ত্র্য কিন্তু দুইএ র মধ্যে মিল থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব উদ্বাস্তু সন্তানদের বিদেশে জন্ম তারা পিতা বা মাতা এর জাতীয়তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না অথবা সেই দেশের নাগরিক হতে পারে না যে দেশে তাদের জন্ম ফলে তারা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে। [৬৪] রিফিউজি এবং রাষ্ট্রহীন উভয় হতে পারে, সর্বাঙ্গীনভাবে উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ১ সংজ্ঞা হিসাবে তারা রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে তারা উদ্বস্তু। [৬৫]

সর্বাঙ্গীনভাবে অনুচ্ছেদ ১ সংজ্ঞা হিসাবে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া অ্যান্ড থাইল্যান্ডে গণ হয়ে থাকে। নির্বিশেষ তারা উদ্বাস্তু কিন্তু তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কিনা সেটা বিবেচ্য নয়। [৬৬] যাই হোক, মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গারা 'অর্থনৈতিক অভিবাসী' হিসাবে গণ্য হয়। যদিও অর্থনৈতিক অভিবাসী উদ্বাস্তু নয়। ইউএনএইচসিআর চিহ্নিত করে যেখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অর্থনৈতিক অস্তিতব ধ্বংস করে, ক্ষতিগ্রস্তরা দেশ ছাড়ার পরে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। [৬৭] অধিকন্তু, বিভিন্ন কারণে জাতিগত বিষয়ে রোহিঙ্গারা সহিংসতা বা অন্যান্য নিপীড়ন থেকে অব্যহতি পেতে মায়ানমার থেকে পালাতে বাধ্য হয়। তারা রিফিউজি হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু স্বীকৃতি দিয়েছে। [৬৮]

---

৬১. উএন হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস, অ্যাসাইলাম, কনক্লুসন নং ৫(ড্ড)জ্জ), গৃহিতা করেছে এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ দ্য ইন্টারনাশনাল প্রোটেক্সন অফ রিফিউজিস, ১৯৭৭. SUN High Commissioner for Refugees, Asylum, Conclusion No.5 (XXVI adopted by the Executive Committee on the international protection of Refugees, 1977.V

৬২. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্টাটাস অফ রিফিউজিস, অনুচ্ছেদ ১(ক)(২)। (Convention Relating to the status of Refugees, Article 1(A) (2.)

৬৩. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অফ স্টেটলেস পারসন্স, অনুচ্ছেদ ১।

৬৪. ইন্সটিটিউট অন স্টেটলৈসনেস অ্যান্ড ইনক্লুশন, আন্ডার স্ট্যান্ডিং স্টেটলেসনেস ইন সিরিয়া রিভিউজি কলটেকশট্, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১১, লিঙ্ক : http:/www.syrianationality.org/pdf/report.pdf

৬৫. ইউএন হাইকমিনার ফর রিফিউজিস, হ্যান্ডবুক অ্যান্ড গাইডলাইন্স অন প্রসিডিওর অ্যান্ড ক্রাইটেরিয়া ফর ডিতারমিনিং রিফিউজি স্ট্যাটাস, জিসেম্বর ২০১১, প্যারা ১০২, লিঙ্ক : http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html

৬৬. শরণার্থী স্বীকৃতি একটি ঘোষণামূলক আইন। শরণার্থীদের অধিকার এবং তাদের মর্যাদা প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্তকর্তা অনুমোদন করেন। লিঙ্ক - The recognition of refugee status is a declaratory act and the rights of refugees are invoked before their status is formally recognised by a decision-maker.

রিফিউজি কনভেনশন শরণার্থীদের অধিকারের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করে, যা ব্যক্তিগত অবস্থাসহ, কর্মসংস্থান কল্যাণ ও নির্বাসন এবং বৈষম্য ছাড়া জাতি, ধর্ম বা দেশ নির্বিশেষে সমস্ত অধিকারের প্রয়োগ হয়।[৬৯] রিফিউজি কনভেনশন এর নির্দিষ্ট কিছু অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অন্যত্র পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ রিফিউজি কনভেনশন অনুচ্ছেদ ১৬ অধিকার আছে বিনামূল্যে আদালত ব্যবস্থার সুবিধা, মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে[৭০] এবং প্রামাণিক তথ্য হিসাবে এ অধিকার প্রথাসিদ্ধ আইনের মর্যাদাপ্রাপ্ত।[৭১]

---

৬৭. উপরে উল্লিখিত টীকা, ৬৫, প্যারা ১০২।

৬৮. এশিয়া প্যাসিফিক রিফিউজি রাইটস নেটওয়ার্ক জুলাই ২০১৬। কান্ট্রি আপডেট নিউজ লেটার এপিররন (APRRN) জুলাই ২০১৬, http://aprrn.info/july-২০১৬-issue/; ফরটিফাই রাইটস, এভরিহোয়ার ইস টড়াব ঃ এন আপডেট অন দ্য সিচুয়েশন অব রোহিঙ্গা রিফিউজিস ইন থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়া, মার্চ ২০১৬, পৃ. ৩, লিঙ্ক :http://www.fortifyrights.org/downloAes/EverywhereisTrouble.pdf; ওয়েক,সি.,চিউং,টি.,টি., লাইভলিহুড স্ত্রাটেজিস অব রোহিহগা রিভিউজিস ইন মালয়েশিযা, জুন :https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10649.pdf; অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, 'যৌথ শাস্তি হিসাবে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মায়ানমারের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ নভেম্বর ২০১৬ লিঙ্ক : https://www.amnesty.org/en/latest/news/২০১৬/১১/banglAeesh-pushes-back-rohingya-refugees-amid-collective-punishment-in-myanmar/; ইকুয়াল রাইট ট্রাস্ট, ইকুয়াল অনলি ইন নেম : দ্য হিউম্যান রাইটস অব স্টেটলেস রোহিঙ্গা ইন মালয়েশিয়া, অক্টোবর ২০১৪, পৃষ্ঠা. ১৩, লিঙ্ক http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Equal%20Only%20in%20Name%20-%20Malaysia%20-%20Full%20Report.pdf

৬৯. শরণার্থী মর্যাদা সম্পর্কিত কনভেনশন, অনুচ্ছেদ ৩।

৭০. ইউনিবারসাল ডিক্লাশেরন অব হিউমান রাইটস, অনুচ্ছেদ ৮; কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব হিউমান রাইটস অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস, রোম ৪.ড্জ্জ. ১৯৫০, অনুচ্ছেদ ৬ (১) এবং ১৩; অরগানাইসেশন অব অমেরিকান শটেটস, আমেরিকান কনভেনসন অন হিউমান রাইটস, ২২ নভেম্বর ১৯৬৯, অনুচ্ছেদ ২৫; আফ্রিকান চার্টার অন হিউমান অ্যান্ড পিউপিলস রাইটস, OAU Doc.CAB/LEG/৬৭/৩ ত্রড্র ৫, ২৭ জুন ১৯৮১, অনুচ্ছেদ ৭(১); ইন্টারন্যাশনাল কোভেনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস। অনুচ্ছেদ ২ (৩); কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসন্স ডিসেবিলিটিস, অনুচ্ছেদ ১৩, হিউমান রাইটস কমিটি, জেনারেল কমেন্ট নং ৩২, অনুচ্ছেদ ১৪ : রাইট টু ইকোয়াল্টি বিফর কোর্ট অ্যান্ড ট্রাইবুনাল অ্যান্ড টু এ ফেয়ার ট্রায়াল, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 2007, Para 9

৭১. দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, 'সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক আইন বিচারের সুযোগ : ইতালীয সাংবিধানিক আদালতের সাম্প্রতিক বিচারের রায়'(Access to justice in Constitutional and International Law : the Recent judgement of the Italian Constitutional CourtV, ইতালিযান ইয়ারবুক অব ইন্টারন্যাশানাল ল, খণ্ড ১, ২০১৫, পৃষ্ঠা কানে : এম., 'রিয়াসেসিং কাস্টমালি ল সিস্টেম অ্যাস এ ভেহিকেল ফর প্রোভাইডিং ইকুইটেবল অ্যাকসেস টু জাস্টিস দ্য পুর আরুষা কনপারেন্স (OReassenssing Customary Law Systems as A Vehicle For Providing Equitable Access to Justice for The Poor Arusha conference), লিগাল এইড ফর দ্য অ্যাকুইসড অ্যান্ড ি রদ্রেস ফর ভিকটিসম অব ভায়োলেন্স আ, এ রিপোর্ট বাই দা বিঙ্ঘাম সেন্টার দ্য রুল অব ল, ২০১৫ (International Access to Justice: legal Aid for the Accused and Redress for victims of Violence, A Report by the Bingham Centre for the Rule of Law, October ২০১৫)।

রফিউজি কনভেনশনে অনেক ধরনের বিধান আছে যা দরকার পরে গৃহীত রাষ্ট্রকে দেশবাসীর ন্যায় উদ্বাস্তুদের ‘কমপক্ষে সাধারণ আচরণ’ যা মানবাধিকার মূল বিষয়গুলো ধর্মের স্বাধীনতা [৭২] সমিতি গঠন [৭৩] শিল্প সম্পত্তি অধিকার [৭৪] প্রাথমিক শিক্ষা [৭৫] পাবলিক ত্রাণ ও শ্রম নিরাপত্তা [৭৬] এবং শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট, সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া। [৭৭]

অন্যান্য ক্ষেত্রে, প্রাপ্তির রাষ্ট্র শরণার্থীদের যথাযথ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং একই ক্ষেত্রে যে কোন দেশে বিদেশীদের সমতুল্য সুবিধা দেওয়া -- এটা ঠিক সম্পত্তি অধিকার [৭৮] কর্মসংস্থান এ মজুরি- রোজগার, আত্মকর্মসংস্থান এবং যারা উদার পেশায় নিযুক্ত [৭৯] বাসস্থান [৮০] মাধ্যমিক শিক্ষা [৮১] এবং স্বাধীনতা চলাফেরা করার ক্ষেত্রে। [৮২]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো - এই বিধানগুলো মূল মানবাধিকার চুক্তিসমূহের প্রতিফলন এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে। আসলে মূল মানবাধিকার চুক্তিসমূহ রিফিউজি কনভেনশনে উল্লেখিত চুক্তিসমূহ থেকে শক্তিশালী হয় কারণ শুধুমাত্র রাষ্ট্র সীমানার মধ্যে তাদের ছাড়াও সবার অধিকার রক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ, আইসিসিপিয়ার অধীনে রাষ্ট্রের কর্তব্য সবার ধর্মের স্বাধীনতা ও সমিতি এবং স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার অধিকার নিশ্চিত করে। [৮৩] তাছাড়া, সবার কাজের নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি দেয়, কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি রক্ষা করার অধিকার, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক সহশিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। [৮৪] গুরুত্বপূর্ণভাবে, মানবতাধিকার চুক্তির মূল নীতিসমূহ রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক।

---

৭২. কনভেনসন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অব রিফিউজিস, অনুচ্ছেদ ৪।

৭৩. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৫।

৭৪. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৪।

৭৫. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২২।

৭৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২৩ এবং ২৪(ক)।

৭৭. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২৭।

৭৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৩।

৭৯. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৭ এবং ১৯।

৮০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২১।

৮১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২২।

৮২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২৬।

৮৩. ইন্টারন্যাশনাল কোভেনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস, অনুচ্ছেদ ১২, ১৮ এবং ২২।

বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড রিফিউজি কনভেনশন অনুসমর্থন করেনি কিন্তু বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড আইসিসিপিয়ার এবং আইসিইএসসিয়ার এর সদস্য এবং অন্তর্ভূক্ত অধিকার নিশ্চিত করা।

নির্দিষ্ট অন্যান্য অধিকার রিফিউজি কনভেনশনে সম্পর্কিত। এই অধিকারগুলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন ঃ পরিচয়পত্র জারি করা [৮৫] ভ্রমণ কাগজপত্র (জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অথবা সরকারের কাজে) [৮৬] উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান সহজতর করা [৮৭]।

অনুচ্ছেদ ২৮ রোহিঙ্গাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্র শরণার্থীদের ওপর জরিমানা আরোপ না করা। কারণ তারা যে অঞ্চল থেকে এসেছে সেখানে তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন। [৮৮] বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড উপর প্রতিটি গবেষণাপত্রে আলোচিত হয় মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা প্রায়শই অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত হয়। [৮৯] যেমন তাদের গ্রেফতার, আটক ও নির্বাসন করা হয় যা উদ্বাস্তু কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২৮ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

উদ্বাস্তু বহিষ্কার সম্পর্কে রিফিউজি কনভেনশন নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করে : যদি সেখানে জোরালে কারণ 'জাতীয়' নিরাপত্ত বা শৃঙ্খলা দরুম বৈধ শরণার্থী বহিষ্কৃত হতে পারে বেং শুধুমাত্র 'বিচারের সিদ্ধান্ত' প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী 'পদ্ধতিগতভাবে'। সেই সব উদ্বাস্তুদের যুক্তিসহগত সময় অনুমতি প্রদান করা আবশ্যক যাতে তারা অন্য দেশে আইনগতভাবে প্রবেশাধিকার পায়। [৯০]

যাই হোক, উদ্বাস্তু অপসারণের ক্ষেত্রে non-refoulment সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যবাধকতা অনুচ্ছেদ ৩৩ উল্লেখ আছে যে :

---

৮৪. ইন্টারন্যাশনাল কোভেনান্ট অন ইকোনোমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, অনুচ্ছেদ ৬, ৭ এবং ১৩।

৮৫. কনভেনসন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অব রিফিউজিস, অনুচ্ছেদ ২৭।

৮৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২৮।

৮৭. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৩৪।

৮৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৩১।

৮৯. দেখুন আশারাফুল, এ, লিগ্যাল স্ট্যাটাস অব রোহিঙ্গা ইন বাংলাদেশ : রিফিউজি স্টেটলেস অব স্ট্যাটাস লেস, ডিসেম্বর ২০১৬; নুসারা, এম, পেটচারামেস্রি, এস এবং নাপ্রন, বি, লিগ্যাল অ্যানালিসিস : হোলস অ্যান্ড হোপস ফর রোহিঙ্গা ইন থাইল্যান্ড, ডিসেম্বর ২০১৬; নাম্বিয়া, ডি ব্রান্ট, এইচ অ্যান্ড আনোন দ্য রোহিঙ্গা ইন মালয়েশিয়া, ডিসেম্বর ২০১৬। (See Ashraful, A, Legal status of the Rohingya in Bangladesh: refugee, stateless or status less, December 2016; Nussara, M. Petcharamesree, S and Napaumporn, B., Legal Analysis: Holes and Hopes for Rohingya in Thailand, December 2016; Nambia, D. brunt, H and Anon The Rohingya in Malaysia, December ২০১৬)।

৯০. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অব রিফিউজিস, অনুচ্ছেদ ৩২।

চুক্তি স্বাক্ষরিত কোনো দেশ তার ভূখন্ডের সীমানা থেকে কোনো অবস্থায় উদ্বাস্তু বিতাড়িত বা ফেরত পাঠাতে পারবে না।

non-refoulment আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদাবোধ [৯১] এবং এই নীতি অনেক আন্তর্জাতিক কনভেনশনের বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে। [৯২] উপরে উল্লিখিত, non-refoulment এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে রাষ্ট্রের ওপর উদ্বাস্তুদের ফেরত না পাঠানোর কারন। যেখানকার পরিস্থিতিতে তার জীবন বা স্বাধীনতা বিপন্ন অথবা অত্যাচারিত বা অমানবিকতা আচরণের বা নিপীড়নের শঙ্কা আছে। ফলস্বরূপ, 'রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জোর করে নৌকায় ফেরত পাঠানো যা সমুদ্র উপযোগী নয়, এই অবস্থায় সেখানে মাত্রারিক্ত ঝুঁকি নিতে হবে। যেখানে তাদের নিহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এটা জীবনের অধিকারকে লঙ্ঘন করে। [৯৩]

রিফিউজি কভেনশন যখন যুক্তিসংগত কারণে মনে করে কোনো উদ্বাস্তু কোনো 'দেশের জন্য হানিকর' [৯৪] নির্যাতন বিরোধী কমিটি এই যুক্তি যথাযত মনে করে। গোর্কি অরনেসেড় তাপিয়া পেজা সুইডেন, কমিটি বিবৃতি দেয় :

---

৯১. ইউএনএইচসিআর, দ্য প্রিন্সিপাল অব Non-Refoulement এস এ নম অব কশনারি ইন্টারন্যাশনাল ল। রেস্পন্স টু কোসচেন্স পোসড টু ইউএনএইচসিআর বা দ্যি ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি ইন কেসেস Cases 2 ১৯৩৮/৯৩ ২ BvR ১৯৫৩/৯৩ ২ BvR ১৯৫৪/৯৩ ৩১ January ১৯৯৪ লিংক : http://www.refworld.org/docid/437db64.html

৯২. দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, কনভেনসন এগেনশট টর্চার অ্যান্ড আথার ক্রুয়েল, ইনহিউমান অর দি গ্রেডিং ট্রিটমেন্ট আর পানিশমেন্ট, ১৪৬৫, উ.এন.টি.এস.৮৫, ১৯৮৪ (১৪৬৫, ডব্লিউ.(. ৮৫, ১৯৮৪), অনুচ্ছেদ ৩; ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পরিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিয়ার), অনুচ্ছেদ ৭; দ্য হিউমান রাইটস কমিটি এছাড়াও ঘোষণা করেছে আইসিসিপিয়ার অনুচ্ছেদ ২ এর অন্তর্নিহিত নীতি। দেখুন, হিউমান রাইটস কমিটি, জেনারেল কমেন্ট ৩১, নেচার অব দ্য জেনারেল লিগ্যাল অব্লিগেশন অন স্টেটস পার্টিস দু দ্য কনভেনান্ট, CCPR/C/21/Rev.1/Aed.13, 2004, Para 12| (See, for example, Convention againsnt Torture and Other Cruel, Inhuman or DegrAeing Treatment or Punishment, 1465, U.N.T.S. 85, 1984, Article 3; International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 7; The Human Rights Committee has also declared the principle implicit in Article 2 of the ICCPR. See Human Rights Committee, General Comment 31, Nature of the General legal Obligation on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Aed.13, 2044, Para 12)|

৯৩. ইকুয়াল রাইট ট্রাস্ট, বারনিং হোমস, সিঙ্কিং লাইভস : এ সিচুয়েশন রিপোর্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনেস্ট রোহিঙ্গা ইন মায়ানমার অ্যান্ড দেয়ার রিফাউলমেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ, জুন ২০১২, পৃ.২১, দেখুন :http://www.equalrighstrust.org/ertdocumentbank/The%20Equal%20Rights%20Trust%20-%20Burning%20Homes%20Sinking%20Lives.pdf. (Equal Rights Trust, Burning Homes, Sinking Lives: A situation report on violence against stateless Rohingya in Myanmar and their refoulement Bangladesh, June, 2012, p. 21, agailable at: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/The%20Equal%20Rights%20Trust%20-%20Burning%20Homes%20Sinking%20Lives.pdf.)

উপরে উল্লেখিত স্টেট পার্টির দাখিল করা কনভেনশনশরণার্থী স্থিতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১ এফ ১৯৫১ বিচারকার্যে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে ব্যতিক্রমী ধারায় এই ক্ষেত্রে লেখকের সুইডেনে আশ্রয় খারিজ করা হয়েছে। এই ঘটনার বিবরণীতে দেখা যায় যে এই লেখকের মা এবং বোনকে সুইডেনে ফব ভধপঃড় আশ্রয় দেয়া হয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে যে তারা ঝবহফবৎড়, (...) পরিবারের সাথে সম্পর্কিত বলে অত্যাচারিত হতে পারে। কমিটি মনে করে কনভেনশনে অনুচ্ছেদ ৩ এর যথাযথ প্রয়োগ হয়েছে। যখন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় যে কোন ব্যক্তির বিপদ আসন্ন এবং অন্যকোন দেশে বিতারিত হলে নির্যাতনের শিকার হতে পারে, রাষ্ট্র তখন বাধ্য থাকে সে ব্যক্তিকে অন্য রাষ্ট্রে না পাঠানোর। সংশিষ্ট ব্যক্তি ..... একটি ঘটনার প্রকৃতি, উপদান বিবেচনা করে কনভেনশন অনুচ্ছেদ ৩ এর অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।[৯৫]

ইউএনএইচসিআর স্পষ্ট করেছে যে হ্রাসকৃত ধারা ৩৩ অন্তর্ভুক্ত দফা (২) অনুযায়ী 'গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে/ এবং শুধুমাত্র উদ্বেগ ''সর্বোচ্চ বা খুব গুরুতর নির্যাতন আইন এর প্রয়োগ নিয়ে। ছোটখাট অপরাধ কাউকে বিতারণের কারণ হতে পারে না এবং উদ্বাস্তু ফেরত পাঠানো হলে তারা নিপীড়নের সম্মুখীন হতে পারে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।[৯৬]

গ. আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রহীনতা আইন :

আগে উল্লেখিত, দুটি প্রধান কনবেনশন হয় আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত। প্রথমটি, ১৯৫৪ কনভেনশন কার্যকর হয় বেং একই বছরে শরণার্থী কনভেনশনও কার্যকর হয়। দ্বিতীয়টি ১৯৬১ কনভেনশন জোর দেয় রাষ্ট্রহীনতা বন্ধ করা এবং কমানোর ওপর।[৯৭]

যা পূর্বেই উল্লেখ করা হযেছে, বাংলাদেশ মালযেশিয়া এবং থাইল্যান্ড উল্লেখিত কোনো কনভেনশনের অংশ নয়। কিন্তু বাংলাদেশ তার সমর্থন বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।[৯৮] ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের ১ নং আর্টিকেলে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'যে ব্যক্তিকে কোনো রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী জাতি হিসেবে গণ্য করা হয় না।'[৯৯]

---

৯৪. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অব রিফিউজিস, অনুচ্ছেদ ৩৩ (২)

৯৫. গোরকি তাপিয়া পেজ ভি. সুইডেন কমিউনিকেশন নং ৩৯/১৯৯৬। ইউএন ডক.ক্যাট/সি/১৮/৩৯/১৯৯৬, ১৯৯৭, পেরাস ১৪.৪-১৫৪-১৫৮

৯৬. প্রাগুক্ত, নোট ৬৫ পেজ ১৫৪-১৫৮

৯৭. ইউএনএইচসিআর, গাইডলাইন্স নং ৪, ইউএন ডক.এইচসিয়ার/হিএস/১২/০৪/২১ ডিসেম্বর ২০১২, প্যারা ১, http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html.

৯৮। হিউমান রাইটস কাউন্সিল, রিপোর্ট অফ দ্য ওয়ারকিং গ্রুপ অন দ্য উনিভারসাল পিরিওডিক রিভিউ অফ বাংলাদেশ, উএন সনদ ৬/ছট্টঙ্খ/২৪/১২, ৮ জুলাই ২০১৩, প্যারা ১২৯; হিউমান রাইটস কাউন্সিল রিপোর্ট অন দ্য উনিভারসাল পিরিওডিক অফ থাইল্যান্ড-অ্যাডেন্ডাম। UN Doc. A/HRC.19/8/Aed.1, 6 March 2012, Recommendation 89.5. Convention Relating to the Status of Stateless

UNHCR দ্বারা স্বীকৃত এই সংজ্ঞা আন্তর্জাতিক আইনে গ্রহণ করা হয়েছে যা সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১০০]

১৯৫৪ সালের কনভেনশন বিস্তৃতভাবে রিফিউজি কনভেনশনের একই কাঠামো অনুকরম করে এবং ন্যূনতম অধিকার ও রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির বাধ্যবধকতা উল্লেখ করা হযেছে।[১০১] অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী রাষ্ট্রহীনতার সংজ্ঞা।[১০২] অনচ্ছেদ ২ অনুযায়ী রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা; অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী জাতী ধর্ম এবং মাতৃভূমির বৈষম্যহীনতা : যেখানে অনুচ্ছেদ ৪ ধর্মপালনের অধিকারকে রক্ষা করে। কনভেনশনের অধ্যায় দুই থেকে পাঁচে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের অধিকার এর বিস্তৃত পরিসর প্রদান করা হয়েছে। কনভেনশনের ২ অনুযাযী ব্যক্তি মর্যাদার অন্তর্ভূক্ত[১০৩]; স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি;[১০৪] সৃষ্টিশীল অধিকার এবং বাণিজ্যিক অধিকার;[১০৫] সমিতির গঠনের অধিকার[১০৬] এবং ন্যায়বিচারের অধিকার।[১০৭] কনভেনশনের অধ্যায় ৩ কাজের অধিকার বিবেচনা করে, যেখানে অধ্যায় চারে কল্যাণ বিধান অধিকারের কথা উল্লেখ করা হযেছে। অধ্যায় পাঁচ প্রসাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত এবং আইনত রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি বহিষ্কারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার ক্ষতির কারণ ছাড়া।[১০৮]

Persons, Article 1 (1).Ð

৯৯. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অফ স্টেটলেস পারসন্স, অনুচ্ছেদ ১(১)।

৯৯. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অফ স্টেটলেস পারসন্স, অনুচ্ছেদ ১(১)।

১০০. UNHCR, *Handbook on Protection of Stateless Persons*, 2014, p.9, available at: http://www.unhcr.org/uk/protection/statelessness/53b698ab9/handbook-protection-stateless-persons.html. See also, International Law Commission, Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries, 58th session, 2006, p. 49, available at: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_8_2006.pdf.

১০১. উএনএইচসিয়ার, হ্যান্ডবুক অন প্রোটেকশন অফ স্টেটলেস পারসন্স, ২০১৪, পৃ.৯, বিশদজান্তে দেখুন: http://www.unhcr.org/uk/protection/statelessness/53b698ab9/handbook-protection-stateless-persons.html. See also, International Law Commission, Draft Articles on Diplomatic protection with Commentaries, 58th session, 2006, p. 49, available at: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/ commentaries/9_8_2006 pdf:

১০২. প্রাগুক্তি, এনএইচসিয়া প্যারা ১২৫।

১০৩. প্রাগুক্তি দেখুন, অনুচ্ছেদ ১(১) অধীনে সংজ্ঞা প্রয়োগের জন বিস্তারিত দেখুন।

১০৪. ৯৯. কনভেনসন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অফ স্টেটলেস পারসন্স, অনুচ্ছেদ ১২।

১০৫. প্রাগুক্তি, অনুচ্ছেদ ১৩।

১০৬. ১০৫.প্রাগুক্তি, অনুচ্ছেদ ১৪

১০৬. ১০৫.প্রাগুক্তি, অনুচ্ছেদ ১৫

১০৭. প্রাগুক্তি, অনুচ্ছেদ ১৬।

রিফিউজি কনভেনসন , ১৯৫৪ কনভেনশনে বেশ কিছু অধিকার স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে সেগুলো মানবধিকর চুক্তির মূল নীতি হিসাবে গৃহীত হয় সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে, প্রকৃতপক্ষে পরের চুক্তিগুলোর থেকে বেশি শক্তিশালী।উপরে উল্লিখিত, এই একই নীতি অধিকারগুলো বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ড এ রোহিঙ্গাদের ক্ষেতের বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যদিও কোনো রাষ্ট্র রাষ্ট্রহীনতা কনভেনসন এর কোনোটাই বাস্তবায়িত করেনি, উভয় আসিসিপিয়ার, আইসিএসসিয়ার এবং আইসিআরডি সদস্য। উদাহরণস্বরূপ, উপরে উল্লিখিত আসিসিপিয়ার অনুচ্ছেদ ১৮ ধর্মের স্বাধীনতা সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করে এবং অনুচ্ছেদ ২২ সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীন অধিকার। আসিসিপিয়ার, আইসিইএসসিয়ার এবং আইসিইয়ারডি মনে করে বিভিন্ন ভিত্তিতে সবার আবশ্যিক অধিকার আছে জাতি, ধর্ম এবং বর্ণ থেকে।[১০৯] এছাড়াও আইসিইএসসিয়ার মনে করে সবার কাজ এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা।[১১০]

উপরে আলোচিত বিষয়গুলো,

> ১৯৬১ গনভেনশনে আরো নির্দিষ্টভাবে জাতীয়তার অধিকারের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে। কনভেনশনে শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন উল্লেখ করেছে : ১৯৬১ কনভেনশন অন্তর্হিত ধারণা যেহেতু রাষ্ট্র তার জাতীয়তা আইন বিষয়বস্তু সু-সম্পন্ন করার। আন্তর্জাতিক আইন মেনে দরকার রাষ্ট্রহীনতা নীতি পরিহার করা।[১১১]

১৯৬১ কনভেনশন অনচ্ছেদ ১-৪ প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করে রাষ্ট্রহীনতা থেকে শিশুদের রক্ষা করা।[১১২] এই অনুচ্ছেদ বর্জন করার অনুমতি নেই।[১১৩] এছাড়াও এই বিধান মোতাবেক বাধ্যবাধকতা বিভিন্ন মানবাধিকার নিয়মাবলি এই ঘোষণা উল্লেখ আছে, ইউনিবারসাল ডিক্লারেশন অব হিউমান রাইটস এবং আশিয়ান হিউমান রাইটস ডিক্লারেশন।[১১৪]

---

১০৮. প্রাগুক্তি, অনুচ্ছেদ ৩১।

১০৯. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন সিভিল এ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস, আর্টিকেল ২(১) এ্যান্ড ২৬; ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন ইকোনোমিক, সোশাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস, আর্টিকেল ২(২); কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব দ্যরেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, আর্টিকেল ২ এ্যান্ড ৫।

১১০. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন সিভিল এ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস, আর্টিকেল ২(১) এ্যান্ড ২৬; ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন ইকোনোমিক, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস, আর্টিকেল ২(২); কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব দ্যরেসিযাল ডিসক্রিমিনেশন, আর্টিকেল ২ এ্যান্ড ৫।

১১০. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনান্ট অন ইকোনোমিক্স, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস, আর্টিকেল ৬, ৭, এ্যান্ড ৯।

১১১. কনভেনশন অন দ্য রিডাকশন অব স্টেটলেসনেস ইন্ট্রোডাকটরি নোট বাই দ্য অফি অব দ্য ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশন ফর রিফিউজি, মে ২০১৪, পৃ. ৩। বিস্তারিত : http://www.unhcr.org/3bbb286d8.html.

১১২. সি.ইউএনএইচসিআর, গাইডলাইনস অন স্টেটলেসনেস নং ৪; এনসিয়রিং এভরি চাইল্ড'স রাইটস টু এ্যাকোয়ার এ ন্যাশনালিটি দ্যা আর্টিকেল ১-৪ অব দ্য ১৯৬১ কনভেনসন অন দ্য রিডাকসন অব স্টেটলেসনেস।HCR/GS/12/04, 21 December 2012, available at: http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html.

১৯৬১ কনভেনশন অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬ জাতীয়তা উদ্বেগ হ্রাস; যেখানে অনুচ্ছেদ ৭, জাতীয়তা পরিত্যাগের উপর নির্ভর করে অন্য দেশের জাতীয়তা অধিগ্রহণ। ১৯৬১ কনভেনশন অনুচ্ছেদ ৮, সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেক আছে জাতীয়তা নাশ : কনট্রাক্টিং রাষ্ট্রের কখনো উচিৎ নয় কোনো ব্যক্তিতে তার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা। যাতে সে রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।[১১৫] আর্টিকেল ৯ অনুযায়ী কোনো জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা রাজনৈতিক কারণে কাউকে যাতে বঞ্চিত করা না হয়।[১১৬]

হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল কতগুলো বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিধিবহির্ভূতভাবে নাগরিকত্ব বঞ্চিতকরণ বিষয়ে;[১১৭] সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রহীনতা বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে এবং বৈষম্যের কারণে নাগরিকত্ব বঞ্চিত করাকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১১৮]

জোর দিয়ে বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তির রাষ্ট্রহীনতার কারণে বিধিবহির্ভূতভাবে তার নাগরিকত্ব হরণ করা হলে তাকে অন্যান্য মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে অনুরোধ করা হচ্ছে নাগরিকত্ব আইন গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং প্রণয়ন করতে যাতে রাষ্ট্রহীনতা করতে যাতে রাষ্ট্রহীনতা বিষয়টি এড়ানো যায়।[১১৯]

১৯৬১ কনভেনশন অনুচ্ছেদ ১-৪ উএনএইচসিয়ার মন্তব্য করে সিয়ারসির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা দরকার; বিশেষ করে, সিয়ারসিতে উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ২ এ সব অধিকার নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়াই, রাষ্ট্রের অনুচ্ছেদ ৩ শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ প্রাথমিক বিবেচনা করা প্রয়োজন, অনুচ্ছেদ ৭ জাতীয়তার জন্মনিবন্দন করা আবশ্যক এবং অনুচ্ছেদে ৮ যা রাষ্ট্র প্রয়োজন জাতীয়তা সহ সন্তানের পরিচয় রক্ষা করার অধিকারকে সম্মান

---

১১৩. কনভেনশন অন দ্য রিডাকসন অব স্টেটলেসনেস, আর্টিকেল ১৭।

১১৪. কনভেনসন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড, আর্টিকেল ৭; ইউনিভার্সাল ডিক্লারেসন অব হিউম্যান রাইটস, আর্টিকেল ১৫; সি এভোভ, নোট ৩৯, আর্টিকেল ১৮।

১১৫. আর্টিকেল ৮(২) অব দ্য ১৯৬১ কনভেনশন স্টেটস আউট ে লিমিটেড সেট অব সারকামসটেনসেস ইন হুইচ লস অর ডেপ্রিভাতাতিওন অব ন্যাশনালিটি মে সার্ভ এ লেজিটিমেট পারপাস।

১১৬. দিস একোজ আদার ইন্টারন্যাশনাল ল প্রভিনস অন দ্য রাইট টু দি ইকুয়াল্টি এ্যান্ড নন-ডিসক্রিমিনেসন ডিসকাসড বিলো ইন সেকসন ৩বি।

১১৭. হিউমান রাইটস কাউন্সিল, রেজুলেসন অন হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড আর্বিটারি ডিপ্রিভেশন অব ন্যাশনালিট, ইউ এন ডকঃA/HRC/RES/26/14, 11 July 2014; Human Rights Council, Resolution on Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality, UN Doc, A/HRC/RES/20/5, 26 July 2012; Human Rights Council, Resolution on Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality, A/HRC/RES/13/2, 11 April 2010 |

১১৮. হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, রেজুলেশন অন হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড ডিপ্রাইভেসন অব ন্যাশনালিটি, ইউএন WK. A/HRC/RES/32/5, 15 July 2016, Para 2

১১৯. প্রাগুক্ত, প্যারা ২ অ্যান্ড ৫

জানানো।[১২০] এই অনুচ্ছেদগুলো শিশুর পরিচয় এবং জাতীয়তার অধিকার রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, অনুচ্ছেদ ৮ উল্লেখ করে রাজ্যের প্রয়োজন সন্দান বা তার পরিচয় বা এমনকি মৌলিক উপাদানের অবৈধ বঞ্চনা প্রতিকার এবং বন্ধ করা।

একইভাবে, সেক্রেটারি জেনারেল জোর দিয়ে বলেন যে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নীতি যা অনুচ্ছেদ ৩ উল্লেখ আছে, বিধানকে রাষ্ট্র দ্বারা অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে জাতীয়তার ক্ষেত্রে, আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কাজ শিশুদের মধ্যে রাষ্ট্রহীনতার পরিহার জন্য রক্ষাকবচ বাস্তবায়নসহ।[১২২]

ইউএনএইচসিআর লক্ষ করে যে ১৯৬১ কনভেনশন বাধ্যবাধকতা করে শিশুদের রক্ষা করার প্রসারিত থেকে রাষ্ট্রহীনতা থেকে রাষ্ট্রে একটি শিশুর জন্ম এবং কিন্তু সব দেশের সঙ্গে শিশু একটি প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে।[১২৩] ইউএনএইচসিয়ার মন্তব্য করে সিয়ারসির এবং আইসিসিপিয়ার অধীন রাষ্ট্রদের তাদের নিজের দেশে সেইসব শিশুদেরও জাতীয়তা প্রদান করা যারা অন্য কোনো জাতীয়তা অর্জন করতে পারেন না।[১২৪]

বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড সিয়ারসি অনুমোদন করেছে এবং বাধ্য অনুচ্ছেদ ৩ ও ৮ এর। এছাড়াও বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড উভয়েই বাধ্য সিয়ারসির অনুচ্ছেদ ২ ও ৭ শিশুদের অধিকার সুরক্ষা বৈষম্যহীনতা দূর করা এবং একটি জাতীয়তার অধিধকার বিধান মালয়েশিয়া এই সম্মান একটি রিজার্ভেশন প্রবেশ করেছে।

শিশু অধিকার পরিষদ রাষ্ট্রহীন শিশুদের সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছে তা বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বসবাসরত রোহিঙ্গা শিশুদেরও সামগ্রিক পরিস্থিতি পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়েছে।[১২৫]

---

১২০. সি এভোভ, নোট ১১২, প্যারা ১০

১২১. হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, রিপোর্ট অব দ্য সেক্রেটারি জেনারেল অন দ্য ইম্প্যাক্ট অব দ্য আর্বিটারি ডিপ্রিভেশন অব ন্যাশনালিটি অন দ্য এনজয়মেন্ট অব দ্য রাইটস অব চিল্ড্রেন কম্পারড, অ্যান্ড এক্সিসটিং ল'স এ্যান্ড প্রাক্টিজ অন এক্সিসিবিলিটি ফল চিলড্রেন এ্যাকুয়ার ন্যাশনালিটি, ইন্টার এলিযা, অব দ্য কান্ট্রি ইন হুইচ দে আরে বর্ন, ইফ দে আদারওয়াইজ উড বি স্টেইটলেস, ইউএন ডক।

১২২. প্রাগুক্ত। প্যারা ৯।

১২৩. প্রাগুক্ত, নোট ১১২।

১২৪ ইউএনএইচসিয়ার, গ্লোবাল এ্যাকসন প্লান টু অ্যান্ড স্টেইটলেসনেস ২০১৪-২০২৪, পৃ.১০, বিস্তারিতভাবে; http://www.unhcr.org/uk/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html

১২৫. কমিটি অফ দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড দেখুন, কনক্লুডিং অবসারভেসন্সেঃ বাংলাদেশ, UN Doc. CRC/C/BGD/CO/4 ২৬ জুন ২০০৯, প্যারা ৭৮-৭৯, কমিটি অফ দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড দেখুন, কলক্লুডিং অবসারভেসন্সেঃ মালয়েশিয়া, UN Doc. CRC/C/MYS/CO/১, ২৫ জুন ২০০৭, প্যারা ৮২-৮৩ এবং ১২৫.. কমিটি অফ দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড, কনক্লুডিং অবসারভেশন্সেঃ থাইল্যান্ড, UN Doc. CRC/C/THA/CO/3-4– ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২, প্যারা ৪১-৪২।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ১৯৬১ সালের রাষ্ট্রহীনতা সম্মেলনের অধিকার আইন ও মানবাধিকার চুক্তির মুল নীতিমালার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে, বিশেষ করে সিআরসি এর সাথে। উপরন্তু, আইসিইআরডি, সিআরপিডি এবং সিইডিএডাব্লিউ রাষ্ট্রহীন সম্পর্কিত অভিধান রয়েছে। আইসিইআরডি এর ২ ও ৫ নং অনুচ্ছেদ জাতীয়তার অধিকার প্রসঙ্গে জাতি, বর্ণ গোত্রের ভিত্তিতে বৈষম্যের ওপর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ আছে। জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি দেসকে রাষ্ট্রহীনতা দূরীকরণে এগিয়ে আশার আহ্বান জানিয়েছে।[১২৬] সিআরপিডি রে ১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় আইন গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা প্রতিবন্ধী বা সংখ্যালঘুদের জন্য বৈষম্য সৃষ্টি করে। সিইডিএডাব্লিউ এর ৯ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে বিদেশি নাগরিক বিবাহ, রা,ট্রহীনদের দরুন নারীদের নাগরিক অধিকার বঞ্চিত না হওয়া এবং তাদের সন্তানদের নাগরিকত্বের সহিত নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ আছে।[১২৭] এছাড়া, বৈধ দলিল এবং অবস্থান উপেক্ষা করে, যেকোনো অনাগরিক যেমন উদ্বাস্তু, শরণার্থী, রাষ্ট্রহীন, অভিবাসী শ্রমিক এবং আন্তর্জাতিক পাচারকৃত সকলের জন্য আইসিইএসসিআর এর নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।[১২৮]

ঘ. প্রথাসিদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন

চলিত আন্তর্জাতিক আইন প্রাথমিকভাবে রা,ট্রের গতানুগতিক নীতিমালা চর্চা থেকে উদ্ভব হয়। সাধারণ চুক্তির ন্যায় চলিত আন্তর্জাতিক আইনের কোন লিখিতরূপ নেই এবং তা আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করা হয় না।[১২৯] ইহা গতানুগতিকভাবে তৈরি এবং ক্রমবর্ধমানভাবে বিকশিত হয়। ইহার নিয়মনীতি যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য[১৩০] এবং রাষ্ট্র যখন তা বিশ্বাসের সহিত চর্চা করে তকন তা আইনগত শর্তে পরিণত হয়।[১৩১] আন্তর্জাতিক আদালতের নীতি অনুযায়ী যে কোন চর্চা বা অনুশীলনকে চলিত আন্তর্জাতিক আইনের আওতাবুক্ত করতে দুটি পূর্ব শর্ত রয়েছে।

---

১২৬. আগে দেখুন, টীকা ৪, প্যারা ১৬।

১২৭. মনে রাখা দরকার যে, মালয়েশিয়ার এই অনুচ্ছেদ এর সংরক্ষণ করেছে।

১২৮। কমিটি অন ইকনমিক, সোসাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, গেনারেল কমেন্ট নং ২০ (০০ঃ নন-ডিসক্রিমিনেশন ইন ইকনমিক, সোসাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, UN Doc. E/C.12/GC/20, 2 July ২০০৯ Para 30

১২৯. বায়ারস, এম., কাস্তম, পাওয়ার অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অফ রুলসেঃ ইন্টারন্যাশনাল রিলেসন্স অ্যান্ড কাস্টমারি ল, কেমব্রিজ উনিভারসিটি প্রেস, ১৯৯৯, পৃ.৩। (Nyers, M., Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and Customary international Law, Cambridge university press, 1999, p.3).

১৩০. অ্যান্টনী ডি'আমাত, ''দ্য কনসেপ্ট অফ স্পেশাল কাস্টম ইন্টারন্যাসনাল ল'' আমেরিকান জারনাল অফ ইন্টারন্যাশনাল ল, খণ্ড ৬৩, ১৯৬৯, পৃ২১২। (Anthony D'Amato, "The Concept of Special Custom in International Law", *American journal of International Law, Vol. 63, 1969, p.212.*)

১৩১. ইন্টারনাশনাল কোর্ট অফ জাসটিস, নর্থ সি কন্টিনেন্টাল শেলফ কেসেস, ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, প্যারা ৭৭।

প্রথমত: উহার গতানুগতিক অব্যাসগত চর্চা থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়ত : চর্চাটির উদ্ভব এক একার আইনি প্রয়োজন থেকে হতে হবে। যেহেতু দুটি শর্তই পরিবর্তনশীল, সুতরাং চলিত আন্তর্জাতিক আইন স্থির নয় এবং সময়ের সাথে এর নিয়মনীতি পরিবর্তন কিংবা বাতিলও হতে পারে। চলিত আন্তর্জাতিক আইন চুক্তি আইন থেকেভিন্ন। ইহা কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে এক যোগসূত্র তৈরি করে, যদি না কোনো রাষ্ট্র এর ক্রমাগত আপত্তিকারী [১৩২] হয় অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র নতুন আরোপিত যে কোনো নীতিমালা প্রয়োগের বিরোধিতা করে। [১৩৩]

চুক্তি আইন থেকে ভিন্ন, প্রাথমিক অনুমোদন ছাড়াই প্রথাসিদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন সব রাজ্য যে বাধ্য করে যদি না কোন একটি রাষ্ট্র ''ক্রমাগত আপত্তিকারী'' যার ব্যাখ্যা হয় ''নিরবিচ্ছিন্নভাবে একটি নতুন নিয়ম অগ্রাহ্য আবির্ভূত হয়ার পূর্বে তার প্রয়োগ এরাতে। [১৩৪] উপরে যা আলোচনা হয়েছে, উপরন্তু, সব রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা আছে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে নিজের সব মানুষকে তাদের এখতিযাত্রার অধীন রক্ষা করা নির্বিশেষে সাপেক্ষে নাগরিক, রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি, শরণার্থী বা উদ্বাস্তু বিচারক না করে।

আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় নির্দিষ্ট কিছু বাধ্যবাধকতা যা অবশ্য পালনীয় নিয়ম হিসেবে গণ্য করা যায়। একে jus congens নিয়ম বলা হয়। [১৩৫] এই নিয়ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রথাসিদ্ধ আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। [১৩৬] যাই হোক, 'ক্রমাগত আপত্তিকারী' বিবেচনায় jus congens নিয়মকে কোনো অর্থে খর্ব করা যাবে না থেকে শুধুমাত্র তাদেও ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অধিকন্তু, jus congens পরিবর্তন করা যাবে শুধুমাত্র চারিত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, [১৩৭] jus congens

---

১৩২. প্রাগুক্তি।

১৩৩. ভারদিয়ের, পি এবং ভোতেন, ই, ''হাউ ডাস ক্যশটমারি ইন্টারন্যাসনাল ল চেঞ্জ ? দ্য কেস অফ স্টেট ইমিউনিটি'', ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস কোযাটারলি, ২০১৪, পৃপৃ ১-২।()erdier, P. and Voeten, E., "How does customary International Law Change ? The Case of State Immunity", International Studies Quarterly, 2014, pp. 1-2).

১৩৪. গ্রীনউড, সি., সোর্সেস অফ ইন্টারন্যাশনাল লেঃ অ্যান ইন্ট্রডাকশন, ২০০৮, পৃ ২. বিশদভাবে দেখুনঃhttp://legal.un.org/avl/pdf/ Is/Greenwood_outline.pdf|(Greenwood, C., Sources of International Law: An Introduction, 2008, p. 2, available at: http://legal.un.org/avL/pdf/ Is/Greenwood outline.pdf)

১৩৫. প্রাগুক্তি।

১৩৬. নিয়েটো-নাভিয়া, আর., ''ইন্টারন্যাশনাল নরমস (জ্বাড্ড(ঋঞ্জবঋ্ক্ক্ক্() অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল হিউমানেটেরিয়ান ল'', ইন চাণ্ড ভোরাহ, এল, এবং অন্যান্য (সম্প), ম্যান্স ইনহিউমানিটি টু ম্যান, ক্লুএর ল ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৩, পৃ। ৬১২। (Nieto-Navia, R., "International Peremptory norms (JUS COGENS) and International Humanitarian Law", in Chand Vohrah, L. et al (eds), Man's Inhumanity to Man, Kluwer Law internatinal, 2003, p. 612.)

১৩৭. ভিয়েনা কনভেনসন অন দ্য ল অফ ট্রটীস, ৫০০ উ.এন.টি.এস. ৯৫,.১৯৬১ অনুচ্ছেদ ৫৩ | SVienna Convention on the Law of Treaties, 500 U.N.T.S. 95, 1961, Article 53.)

শুধুমাত্র দ্বন্দা আসে চুক্তি আইন অথবা প্রথাগত 'সাধারণের' আইনের সাথে, সেই ক্ষেত্রে jus congens প্রাধান্য পায়, [১৩৮] উদাহরণস্বরূপ, বলপ্রয়োগ ওপর নিষেদাজ্ঞা, গণহত্যার আইন, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং দাসত্ব বা মানবপাচার নিষিদ্ধ। [১৩৯] পদ্ধতিগতভাবে বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধসাধিত হয়েছে যা jus congens মর্যাদা লাভ করে। [১৪০]

৩. আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো ঃ নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা

রাষ্ট্রহীন মানুষের অধিকার জাতিসংঘের মানবাধিকার চুক্তি দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। জাতীয়তার অধিকার আইসিসিপিআর, [১৪১] সিআরসি, [১৪২] সিইএডাব্লিউ, [১৪৩] আইসিএমডাব্লিউ, [১৪৪] সিআরপিডি [১৪৫] এবং আইসিইআরডি [১৪৬] এ স্বীকৃত হয়েছে। এই নথিতে অন্তভূক্ত অধিকার ও কর্তব্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রহীনতা আইনের মূলনীতিতে গঠিত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং রাষ্ট্রহীনতা আইন শরণার্থী ও রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের পরিপূরক সুরক্ষা প্রদান করে এবং প্রবেশ যোগ্যতার অধিকার দেয়। এইসব বিষয় উদ্বাস্তু এবং রাষ্ট্রহীনতা সম্মেলন আলোচিত হয় নি সেসব ক্ষেত্রে আনজর্জাতিক মানবাধিকার আইন বিবেচনা করা উত্তম।

---

১৩৮. প্রসিকিউটর ভ ফুরুনডিজা, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল ফর দ্য ফরমার ইয়ুগোস্লভিকিয়া, কেস নং. No IT-95-17/1-T, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৮, প্যারা ১৫৩। (*Prosecutor v Furundzija,* international Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998, Para 153).

১৩৯. করনেল উনিবারসিটি ল স্কুল লিগ্যাল ইনফরমেশন ইনশটিটিউট, *Jus cogens*– বিশদভাবে দেখুনঃhttps://www.law.cornell.edu/wex/jus cogens.

১৪০. ব্রাউনাইল, আই.। প্রিন্সিপালস অফ পাব্লিক ইন্টারন্যাশনাল ল, ক্লেয়ারডন প্রেস, ১৯৭৯, পৃপৃ.৫৯৬-৫৯৮; ইন্টারন্যাসনাল কোর্ট অফ জাশটিস, সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা, সেকেণ্ড ফেস, ১৮ জুলাই ১৯৬৬, পৃ.২৯৮;পৃপৃ.৫৯৬-৫৯৮;ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাসটিস, বারসিলোনা ত্রাকশন, সেকেণ্ড ফেস, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, পৃ.৩০৪। (Brownile, I., *Principles of Public International law,* Clarendon Press, 1979, pp. 596-598; International Court of Justice, *South West Africa, Second Phase,* 18 July 1966, p. 298; International Court of justice, *Barcelona Traction,* Second Phase, 5 February 1970, p. 304.)

১৪১. অনুচ্ছেদ ২৪ ''সমস্ত শিশুর জাতীয়তা অর্জন করহার অধিকার আছে''।

১৪২. শিশু অধিকার কনভেনশন (Convention on the Rights of the Child), অনুচ্ছেদ ৭।

১৪৩. কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেসন অফ অল ফরমস অফ ডিস্ক্রিমিনেসন এগেইনস্ট ওমেন, অনুচ্ছেদ ৯। মনে রাখবেন যে, কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফরমস অফ ডিস্ক্রিমিনেশন এগেইনস্ট ওমেন, এই বিধান অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজন নারীর সমান অধিকার প্রদান করা, সন্তানদের জাতীয়তা পরিবর্তন বা বজায় রাখা। যেমন, সমতুল্য পুরষদের যদি জাতীয়তা অর্জন করার অধিকার না থাকে, তখন সিইডিএডব্লু প্রয়োজন হয় না যে নারীর সমান অধিকারের।

১৪৪. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনসন অন দ্য প্রটেকশন অফ দ্য রাটিস অফ অল মাইগ্রান্ট অয়ার্কার্স অ্যান্ড মেম্বার অফ দেয়ার ফ্যামিলিস (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) অনুচ্ছেদ ২৯।

ক. আইনি অবস্থা অ আইনি পরিচয় অস্বীকারোক্তি

১. আইনি অবস্থা

রোহিঙ্গারা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হল, তাদের কোনরকম আইনি অধিকার নেই। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড রাষ্ট্রহীনতা সম্মেলন অসমর্থন করায়, রোহিঙ্গা শরণার্থী তাদের শরণার্থী পরিচয় প্রদানে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং ক্রমাগতই আশ্রিত রাষ্ট্র দ্বারা অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে গণ্য হয়।

আইনি অবস্থার অভাব রোহিঙ্গাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য অধিকার [১৪৭] সহ অন্যান্য আদায়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। রোহিঙ্গাদের কর্মসংস্থান সীমিত, অদলিলকৃত রোহিঙ্গারা মালয়েশিয়ায় [১৪৮] ফৌজদারি মামলার সম্মুখীন হয় এবং থাইল্যান্ড [১৪৯] হয়রানির স্বীকার হয়। শিশু অধিকার পরিষদ প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশ সকল অদলিলকৃত রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য মৌলিক অধিকার যেমন - স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা প্রদান করেছে।[১৫০]

২. আইনি পরিচয়

আইনি পরিচয় এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে জাতীয়তার অধিকার। উপরে উল্লেখিত, ১৯৬১ সালের সম্মেলনের ১ নং নিবন্ধ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে জাতীয়তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। [১৫১] সিআরসি, আইসিইআরডি, সিআরপিডি এবং এআইচআরডি এর ও এরূপ বিধান রয়েছে যা জাতীয়তা অধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান করে।[১৫২]

---

১৪৫. কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ পারসনস উইথ দিস এবিলিটিস, অনুচ্ছেদ ১৮।

১৪৬. কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ আল্ল ফরমস অফ রেসিযাল ডিস্ক্রিমিনেশন, অনুচ্ছেদ ৫।

১৪৭. উপরে দেখুন ইকুয়াল রাইটস ট্রাস্ট, টীকা ৬৮, পৃ.১৭; আরও দেখুন ইকুয়াল রাইটস ট্রাস্ট, ইকুয়াল অনলি ইন নেমেঃ দ্য হিউমান রাইটস অফ স্টেটলেস রোহিঙ্গা ইন থাইল্যাণ্ড, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ১৭।

১৪৮. প্রাগুক্তি, ইকুয়াল অনলি ইন নেমেঃ দ্য হিউমান রাইটস অফ স্টেটলেস রোহিঙ্গা ইন মালায়েশিয়া, পৃ.৩০।

১৪৯. প্রাগুক্তি, ইকুয়াল অনলি ইন নেমেঃ দ্য হিউমান রাইটস অফ স্টেটলেস রোহিহগা ইন থাইল্যাণ্ড পৃ.৩০।

১৫০. কমিটি অন দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড, কঙ্কুলুডিং অবসারভেশনেঃ বাংলাদেশ, ডজ্ঞু ঙ্গদ্রত্ব. ঙ্খট্টঙ্খ/ঙ্খ/ক্ষবঙ্গ/ঙ্খঞ্জ/৫ ৩০ অক্টোবর ২০১৫, প্যারা ৭২।

১৫১. কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ দ্য চিল্ড্রেন, অনুচ্ছেদ ৭; কনভেনশন অন দ্য রেসিয়াল ডিস্ক্রিমিনেশন, অনুচ্ছেদ ৫; কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ পারসনস দব্লুথ ডিসেএবিলিটিস, অনুচ্ছেদ ১৮, উপরে দেখুন টীকা ১৫১, অনুচ্ছেদ ১৮।

১৫২. এডওয়ার্ডস, এ. এ্যান্ড ফার্সম্যান, সি, হিউম্যান সিকিউরিটি এ্যান্ড নন-সিটিজেনেঃ ল, পলিসি এ্যান্ড ইন্টারন্যাসনাল এফেয়ার্স, ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০, পৃ ৫৩-৫৫।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় প্রদান এবং আন্তর্জাতিক আইনে আনুষাঙ্গিক অধিকার প্রদান করা একটি মৌলিক কর্তব্য। কারণ এর মাধ্যমে যে ব্যক্তি এ যাবৎকাল আইনি পরিচয় থেকে বঞ্চিত ছিলেন তার স্থিতিশীল এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবননিশ্চিত হয়। রাষ্ট্রীয় নাগরিকদের যে সব অধিকার থাকে অনাগরিকতার সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির সেসব অধিকার গ্রহণের সুযোগ নেই। আন্ত আমেরিকান মানবাধিকার আদালত মতে ঃ

> জাতীয়তার গুরুত্ব হচ্ছে, ইহা ব্যক্তি ও একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক ও আইনি সংযোগ স্থাপন করে। যা ব্যাক্তিকে সমাজে অধিকার অরজন এবং সহজাত বাধ্যবাধকতা পালনের অনুমতি প্রদান করে। যেহেতু নির্দিষ্ট কিছু অধিকার চর্চার জন্য জাতীয়তা একটি পূর্ব শর্ত, তাই রাষ্ট্রের জাতীয়তা প্রদানের অনুমতির ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা এর ফলে রাষ্ট্রহীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। যখন একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনে জাতীয়তা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে না, তখন জাতীয়তার অভাবে রাষযট্রহীনদের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে খেয়ালমাফিক বঞ্চনা কিংবা জাতীয়তা প্রদান বঞ্চিত করে এবং ব্যক্তিকে করুণ পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। [১৫৩]

রাষ্ট্র যদিও রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডে অবস্থিত সকলের কতিপয় রাজনৈতিক আইন ব্যতিত সকল অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য কিন্তু বাড়বে জাতীয়তা প্রাপ্তরাই শুধুমাত্র বিভিন্ন মানবাধিকার সুযোগ বৃহত্তর পরিসরে ভোগ করে আর রাষ্ট্রহীন মানুষের অধিকারহীনতা অলক্ষণীয়ই থেকে যায়। মালয়েশিয়ার রোহিঙ্গা শিশুদের ওপর জাতীয়তার অস্বীকারোক্তির এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে। [১৫৪] যদিও সেখানে মাসয়েশিয়ার নাগরিকদের জন্য প্রায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত স্কুলে অভিবাসী শিশুদের ভর্তির অনুমতি না থাকায়, তাদের শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত। [১৫৫]

জন্ম নিবন্ধন

জন্ম নিবন্ধন শিশু অধিকার দলিল হিসেবে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গৃহীত যা অন্যান্য মানবাধিকার আদায় সহজতর করে এবং আইনি পরিচয়ের [১৫৬] জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে জন্মনিবন্ধনেব অধিকারের উল্লেখ আছে। আইসিসিপিআর এর ২৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে প্রত্যেক শিশুর জন্মের পরপরই নিবন্ধন করাতে হবে

---

১৫৩. কেস অফ দ্যা ইয়েন এ্যান্ড বসিকো চিলড্রেন ভি. দ্যা ডমিনিকান রিপাবলিক, ইন্টার-আমেরিকান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস (আইসিটিএইচার), ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫, প্যারাস ১৩৭ এ্যান্ড ১৪২।

১৫৪. প্রাগুক্ত, নোট ১২১, প্যারস ২৭-২৮।

১৫৫. প্রাগুক্ত ইকুয়াল রাইটস ট্রাস্ট, নোট ৬৮, পৃ ৬৯।

১৫৬. ইনস্টিটিউট অন স্টেটলেসনেস এ্যান্ড ইনক্লুশন, এ্যাড্রেসিং দ্যা রাইট টু এ ন্যাশনালিটি দো দ্যা কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইল্ডঃ এ টুলকিট ফর দ্যা সিভিল সোসাইটি, জুন ২০১৬, এ্যাভেইলএবল এটঃ http://www.statelessnessandhumanrights.org/CRC_Toolkit

যা সিআরসি এর ৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত জন্মের পর অবিলম্বে নিবন্ধন করানো উচিৎ নীতি দ্বারা আরো জোরদার হয়। আইসিএমডাব্লিউ এর ১৯ নং অনুচ্ছেদে ও সিআরপিডি এর ১৮ (২) নং অনুচ্ছেদেও জন্মনিবন্ধন অধিকারের উল্লেখ আছে।

মানবাধিকার পরিষদের মহাসচিব তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন

> শিশুর জাতীয় অধিকার আদায়ের জন্য সার্বজনীন জন্মনিবন্ধ জরুরি। প্রত্যেক শিশুর জন্মের নিবন্ধন করা মানুষের মৌলিক অধিকার যা জাতীয়তা অধিগ্রহণের প্রশ্নকে নির্বিশেষে স্বীকৃতি দেয়। পিতামাতা পরিচয় এবং শিশু জন্মের স্থান ও সময় অন্তর্ভুক্তি জন্মনিবন্ধন শিশুদের জাতীয়তার অধিকার প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থলবিশেষে জন্মনিবন্ধন গ্রহণের অভাব শিশুর জাতীয়তা গ্রহণ ও তার স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে।[১৫৭]

হিউম্যান রাইটস্ কাউন্সিল রাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেয় - জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।[১৫৮] Sustainable Development Goals এর অধীন Goal 16.9 সার্বজনীন জন্মনিবন্ধন প্রয়োজনীয়তার ওপর জোরারোপ করে। ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধনসহ আইনি পরিচয় প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিশু জন্মনিবন্ধন এবং সনদের প্রক্রিয়া করা। যা সন্তানের আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রহীনতা থেকে সুরক্ষা দেয়।[১৫৯] যদিও জন্ম নিবন্ধন ব্যক্তির পরিচয়ের প্রমাণ করে এবং সন্তানের জন্মনিবন্ধন না করলে ক্ষতি বা অধিকার খর্ব হতে পারে। যেমন বিভিন্ন ধরনের অধিকার জাতীয়তার অধিকার, আইনের সাম্য পাওয়ার অধিকার এবং আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার।[১৬০]

খ. সমতা ও বৈষম্যহীনতা

রোহিঙ্গারা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যমূলক সমস্যার সম্মুখীন হন মূলে আছে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি আচরণ। বৈষম্যতাই রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীনতার মূল কারণ এবং তাদের জীবনযাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা মায়ানমার, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড অন্যান্য

---

১৫৭. সি এভব, নোট ১২১, প্যারা ১৫।

১৫৮. হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, রেজুলেশন ১৯/৯ ঃ বার্থ রেজিস্টেশন এ্যান্ড দ্যা রাইট অফ দ্যা এভরিওয়ান টু রিকগনিশন এভরিহোয়ার এ্যাজ এ পারসন বিফোর দ্যা ল, ৩ এপ্রিল ২০১২, ইউএন ডক। এ/এইচআরসি/আরই এস/১৯/৯, প্যারা ২।

১৫৯. ইউএনএইচসিআর, রিপোর্ট অফ দ্যা রিজনাল ওয়ার্কশপ অন গড প্রাক্টিস ইন বার্থ রেজিস্ট্রেশন, ৭ ডিসেম্বর ২০১২, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, ২০১২ পৃ ৫।

১৬০. কমিটি অন দ্যা এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেসন অফ দ্যা নেক্সাস বিটুয়িন ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট উইমেন, জেনারেল রিকমেন্ডেশন নং ৩২ অন দ্যা জেন্ডার-রিলেটেড ডাইমেনশনস অফ রিফিউজি স্টাটাস, এ্যাসাইলাম, ন্যাশনালিটি এ্যান্ড স্টেটলেসনেস অফ ইউমেন, ইউএন ডক, সিইডিএডব্লিউ/সি/জিসি/৩২, ১৪ নভেম্বর ২০১৪, প্যারা ৫৬।

. যেখানে আছে সেখানকার পরিস্থিতি তাই বলে।[১৬১] তবে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যহীনতা থাকলে রোহিঙ্গাদের অধিকাবসুরক্ষায় মূল গুরুত্ব পায়।

সমতা ও বৈষম্যহীনতার অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মূল বিষয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক[১৬২] ও আঞ্চলিক[১৬৩] মানবাধিকার সনদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমতা নীতি ঘোষণা যা ২০০৮ সালে গৃহীত হয়। যা স্বাক্ষর করে বিশ্বের হাজার হাজার সমতা এবং মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং সমাজকর্মীরা। যা আন্তর্জাতিক আইনের সমতা বিষয়ক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়। প্রিন্সিপাল ১ অব দ্য ডিক্লারেশনে উপলব্ধি করা হয় ঃ

> সমতা সমস্ত মানুষের অধিকার বা সম্ভ্রমতা বজায় রাখে। সম্মান এবং বিবেচনার সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নাগরিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগকে নিশ্চিত করে। বৈষম্য আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ এবং যখন কোনও ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ব্যক্তিবর্গ ''চারিত্রিকভাবে সংরক্ষিত'' যা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির শিকার অমঙ্গলের বা কম পক্ষপাতজনিত। সুরক্ষার অন্তর্ভূক্ত 'জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্যান্য অবস্থান।'[১৬৪]

---

১৬১. বৈষম্য এবং রাষ্ট্রহীনতার সম্পর্কিত নেক্সাক আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখন, ডি চিকেরা, এ., এ্যান্ড হোয়াইটম্যান, জে., ' 'এ্যাড্রেসিংস্টেটলেসনেস দো দ্যা রাইটস টু ইকুয়াল্টি এ্যান্ড নন-ডিস্ক্রিমিনেসন'' ইন অয়াস, এল. এ্যান্ড খান্না, এম. (ত্রত্মন্) বৈষম্য সলিভং স্টেটলেসনেস, উলফ উলফ লিগ্যাল পাব্লিশারস, ২০১৭, পৃ ১০০-১০৭।

১৬২. উদাহরণস্বরূপ, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল কভেনান্ট অন সিভিল, এ্যান্ড পরিটিকাল রাইটস, আর্টিকেল ২ (গ্যারান্টি অফ রাইটস উইদাউট ডিসক্রিমিনেসন) ৩ (ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ সিভিল এ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস) ১৪ (ইকুয়াল্টি অফ আর্মস এ্যান এ্যাক্সেস টু জাস্টিস ইন ক্রিমিনাল প্রোসিডিংস) ২৩ (ইকুয়াল রাইটস অফ স্পাউস ইন ম্যারিজ), ২৫ (ইকুয়াল সাফারেজ), এ্যান্ড ২৬ (ইকুয়াল্টি বিফোর দ্যা ল এ্যান্ড ফ্রিডম ফ্রম ডিসক্রিমিনেশন); ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন ইকোনোমিক, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস্, আর্টস ৩ (ইকুয়াল প্রোটেকসন অফ ইকোনোমিক, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস), ৭ (ইকুয়াল পে এ্যান্ড অপোরটুনিটিজ অফ এমপ্লয়মেন্ট), এ্যান্ড ১৩ (ইকুয়াল এ্যাক্সেস টু এডুকেশন); দ্যা কনভেন্যান্ট অন দ্যা এলিমিনেসন্ ফ রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেসন (এ্যাজ কর্নসার্ন রেসিয়াল একুয়াল্টি); দ্যা কনভেন্যান্ট অন দ্যা এলিমিনেশন ফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট ইউমেন (এ্যাজ কনসার্নস জেন্ডার প্যারিটি); দ্যা কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ পারসন্স ইইউথ ডিসেবিলিটিজ (এ্যাজ কর্নসার্নস ইকুয়াল্টি অফ পারসন ইউথ ডিসেবিলিটিজ); এ্যান্ড দ্যা কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার) এ্যাজ কনসার্ন ইকুয়াল রাইটস ফর মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স এ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলিজ)।

১৬৩. সি. ফর এক্সামপোল, দ্যা আফ্রিকান চার্টার অন হিউম্যান এ্যান্ড পিপলস রাইটস, আর্টিকেল ২ (ফ্রিডম ফ্রম ডিসক্রিমিনেশন), ৩ (ইকুয়ালিটি বিফোর, এ্যান্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ, দ্যাল), ১৩ (ইকুয়াল এ্যাকসেস টু পাব্লিক সারভিজ) ১৫ (ইকুয়াল রেমুনারেশন), ১৯ (ইকুয়াল অফ পিপল এ্যান্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ রাইটস); দ্যা আমেরিকানন কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটসঃ আর্টিকেল ১ (অবলিগেসন টু রেসপেক্ট রাইটস উইথাউট ডিসক্রিমিনেসন), ৮ (ইকুয়াল অফ আর্মস এ্যান্ড এ ফেয়ার ট্রাল), ১৭ (ইকুয়াল্টি অফ স্পাউস এ্যান্ড চিল্ড্রেন বর্ন আউট এয়েডলক) ২৩ (ইকুয়াল সাপারেজ এ্যান্ড এক্সেস টু পাবলিক সার্ভিস) ২৪ (ইকুয়াল বিফোর দ্যা ল); এ্যান্ড দ্যা ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউমার রাইটস, আর্টিকেল ১৪ এ্যান্ড আর্টিকেল ১ অফ প্রোটোকল ১২ (জেনারেল প্রোহিবিশন অফ ডিসক্রিমিনেশন)।

সবধরনের আচরণ বৈষম্য সৃষ্টি করে না। যদি কোনো পক্ষভেদ থাকে তবে তা যথাযথ যুক্তিসঙ্গত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে হবে এবং এর উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অনুযায়ী বৈধতা অর্জন করতে হবে।[১৬৫] দ্য ইকুয়াল রাইটস্ ট্রাস্ট এর Unravelling Anomony আরও বিস্তারিত আলোচনা করে সাম্যের অধিকার এবং রাষ্ট্রহীন মানুষের ওপর অবৈষম্যের প্রয়োগ যা হলো ঃ

> জাতিসংঘের কমিটি এলিমিশন অর রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন (Elimination of Racial Discrimination (CERD) বিবৃতি দেয়, যদিও একটি দেশের অনুমতি থাকে নাগরিক এবং অনাগরিকের মধ্যে পার্থক্য করা, এই নীতি প্রিন্সিপল অব ইকুয়ালিটির একটি ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা যেতে পারে এবং ব্যাখা করা যেতে বৈষম্যের মৌলিক নীতির ভিন্ন ব্যবহার।[১৬৮]

আন্তর্জাতিক আইনে জাতির ভিত্তিতে বৈষম্যহীনতা এক সুদৃঢ় আদর্শ (peremptory norm) ।[১৬৯]

আঞ্চলিক পর্যায়ে, এএইচরডি (AHRD) অনুচ্ছেদ ৩ এ বলা হয় 'বৈষম্যহীনভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আইনের সমান সুযোগ দেওয়া হয় এবং ব্যংকক মূলনীতির (Bangkok Principles) অনুচ্ছেদ IV(5) বলা হয় নীতির অধীনে অধিকার প্রয়োগ হবে 'বৈষম্যহীনভাবে জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, জাতিগত গোষ্ঠী, লিঙ্গ, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক মতামতের সদস্য'।

গ. কর্মের অধিকার

কর্মের অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন স্বীকৃত আইসিইএসআর অনুচ্ছেদ ৬,

> রাষ্ট্র অবশ্যই কর্মের অধিকারের স্বীকৃতি, কর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জনে সবার অধিকার রয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অধিকার সুরক্ষিত হয়।[১৭০]

কনভেনান্ট অনুচ্ছেদ ৭ আরও বলে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে 'নায্য এবং অনুকূল কাজের পরিবেশ পাওয়ার।' যা বৈষম্যহীনভাবে কাজের ন্যায্য মজুরি এবং সমান পারিশ্রমিক, ব্যক্তি ও তার পরিবারের উপযুক্ত জীবনযাত্রা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সবার সমান সুযোগ ন্যায়সঙ্গত কাজের সুযোগ তৈরী করবে।[১৭১]

---

১৬৪. ডিক্লারেসন অফ প্রিন্সিপ্যাল অন ইকুয়াল্টি, দ্যা ইকুয়াল রাইটস ট্রাস্ট, লন্ডন, ২০০৮, প্রিন্সিপাল ১ পৃ ৫।

১৬৫. প্রাগুক্ত, প্রিন্সিপল ৫ পৃ. ৬-৭।

১৬৬. হিউম্যান রাইটস কমিট, জেনারেল কমেন্ট নং ১৮০ঃ নন-ডিসক্রিমিনেশন, ১০ নভেম্বর ১৯৮৯, প্যারা ৭।

১৬৭. সি এবোভ, নোট ১৬৫, প্রিন্সিপাল ৫, পৃ. ৬-৭।

১৬৮. ইকুয়াল রাইটস ট্রাস্ট, আনরেবেলিং এ্যানামলি, জুলাই ২০১০, পৃ পৃ ৩৫-৩৬।

১৬৯. সি ইকুয়াল রাইটস ট্রাস্ট এবোভ, নোট ৬৮, পৃ ২৪।

আঞ্চলিক পর্যায়ে এএইচআরডি অনুচ্ছেদ ২৬ অনুসারে

> ইউনিভারসেল ডিক্লিরেশন অব হিউম্যান রাইটস্ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সব আসিয়ান রাষ্ট্র সদস্যসমূহ সমর্থন করে, বিশেষভাবে আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্র নিম্নলিখিত সমর্থন করে ঃ ২৭ (১) প্রতিটি ব্যাক্তির কর্মের, স্বাধীন কর্মসংস্থানের অধিকার রয়েছে। শুধুমাত্র দরকার কাজের অনূকুল অবস্থার প্রায়োজন এবং বেকারদের কাজের জন্য সুযোগের ব্যবস্থার জোর দেওয়া হয়েছে (emphasis added)[১৭২]

কর্মের অধিকার, রাষ্ট্রহীনতা এবং রিফিউজি কনভেনশন [১৭৩] উভয়ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও রাষ্ট্র কর্মের অধিকার মেনে নেয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিভিন্ন চুক্তিসমূহ মাধ্যমে কর্মপরিবেশ বজায় রাখার আবেদন করা হয় ঃ মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএও) কনভেনশন মুখ্যনীতি অনুমোদন করেছে, এর ব্যতিক্রম রয়েছে অ্যাবোলিশন অব ফোরসড লেবার অরগানাইজেশন (আইএলও) এবং ফ্রিডম অব অ্যাসোসিয়েশন কনভেনশন।[১৭৪] বাংলাদেশ আট মৌলিক আইএলও কনভেনশনের সাত অনুমোদন করেছে, ব্যতিক্রম রয়েছে ন্যূনতম বয়স কনভেনশন (Minimum Age Convention)[১৭৫] যেখানে থাইল্যান্ড আট মৌলিক আইএলও কনভেনশনের পাঁচটি অনুমোদন করেছে।[১৭৬]

২০০৭ সালে আসিয়ান রাষ্ট্রপ্রধানরা সম্মিলিতভাবে একমত হয়ে ঘোষণাপত্র জারি করেন প্রোটেকশন অ্যান্ড প্রমোশন অব দ্য রাইটস অব মাইগ্র্যান্ট অঞ্চলের অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য।[১৭৭] অভিবাসী শ্রমিক প্রেরিত বা গৃহীত প্রেক্ষাপট রাষ্ট্র বিস্তৃত হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়। অভিবাসী শ্রমিকদের কাজের জন্য দেশে ছেড়ে যাওয়া তাকে প্রেরিত রাষ্ট্র এবং গৃহীত রাষ্ট্র যে দেশে অভিবাসী শ্রমিকেরা কাজ করার জন্য আসে।ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) মালয়েশিয়াও থাইল্যান্ড উভয় গৃহীত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচ্য হয়ে থাকে।[১৭৮] গৃহীত রাষ্ট্র সদস্য হিসাবে দল ঘোষণাপত্রে দাখিল করেন যে,

---

১৭০. ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন ইকোনোমিক, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস, আর্টিকেল ৬।

১৭১. প্রাগুক্ত।

১৭২. সি এবোভ, নোট ৩৯, আর্টিকেল ২৬ এ্যান্ড ২৭(১)।

১৭৩. সি এবোভ, পার্ট ২বি।

১৭৪. মালয়েশিয়া হ্যাজ রেটিফায়েড ১৭ আইএলও কনভেনশন, অফ ওঁইচ ১৫ আর কারেন্টলি ইন ফোর্স, ওয়ান ইস টু বি এনফোর্স এ্যান্ড ওয়ান ওয়াজ ডিনাউন্সড ইন ১৯৯০। সি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, আইএলও রেটিফিকেশন্স ফর দ্যা মালয়েশিয়া, এভেইলেবল এ্যাট ঃhttp://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200: P11200_COUNTRY_ID:102960

১৭৫. বাংলাদেশ হ্যাজ রেটিফায়েড ৩৫ আইএলও কনভেনশনস, ৩৩ অফ হুইচ আর ইন ফোর্স, এ্যান্ড টু হ্যাভ বিন ডিনাউন্সড। সি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, আইএলও রেটিফিকেশন ফর বাংলাদেশ, এভেইলেবল এ্যাট ঃ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO:: p11200_country_id:103500

তারা অভিবাসী শ্রমিকদের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা, কল্যাণ সাধন করা, মানবিক মর্যাদা উন্নতিতে প্রচেষ্টা জোরদার করবে।[১৭৯] আসিয়ান ঘোষণাপত্রে গৃহীত ও প্রেরিত রাষ্ট্রদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, অভিবাসী শ্রমিক ও বসবাসকারী পরিবার সদস্যদের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার।[১৮০] এছাড়াও এই বিবেচনা শুধুমাত্র প্রয়োজন গৃহীত রাষ্ট্রের আইন, বিধি ও যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার।[১৮১] অধিকন্তু ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত যে, 'অনথিভুক্ত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নিয়মিতকরণ পদ্ধতি প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য হয় না।[১৮২]

কর্মের অধিকার সুরক্ষা এবং স্থিতিশীল সমাধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ইউএনএইচসিআর আরও গুরত্বিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[১৮৩] কর্মের মাধ্যমে শরণার্থীরা যাতে খাদ্য এবং নিজের ও পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শহরে বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা অসাংগঠনিক ক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হয়।[১৮৪] তারা অল্প পারিশ্রমিক ও বিপজ্জনক কাজের জন্য স্থানীয়দের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। ইয়াকূল রাইটস ট্রাস্ট প্রকাশনা অতীতে এবং নিম্নলিখিত বর্ণনায় উল্লেখ করেছে, শরণার্থী ও রাষ্ট্রহীন রোঙ্গিরা কর্মের ক্ষেত্রে বিরোধ এবং ক্রমাগত কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়[১৮৫], জাতীয়তা নির্ণয় এবং দেশীয় আইন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের কর্মের সমস্যায় পড়তে হয়।[১৮৬], অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে কাজের জন্য তাদের বৈধ কর্মসংস্থানে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং ফলস্বরূপ দেশের নাগরিকদের কর্মসংস্থান অধিকার লঙ্ঘনিত হতে পারে বিশেষকরে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত থেকে প্রতিকার।[১৮৭] যেমন দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে অফিস অব দ্য ইউনাইটেড নেশন হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস্ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)

> সাধারণত, তারা অনিয়মিতভাবে কর্মে নিযুক্ত থাকে এবং সাধারণত আটক ও বহিস্কারের ভয়ে নিজেদের দাবি ও নির্যাতনের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া বা চাওয়া তাদের কাছে কঠিন হয়। উপরন্তু ন্যায়বিচার ও বিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হয়।[১৮৮]

---

১৭৬. থাইল্যান্ড মোট ১৭ আইএলও কনভেনসন অনুমোদন করেছে। কিন্তু মৌলিক নিয়মাবলী অনুমোদন করেনি। যেমনFreedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, and the Discrimination (Employment and Occupation) Convention. See International Labour Organisation, *ILO Ratifications for Thailand,* available at:http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102843.

১৭৭. এসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এসিয়ান ন্যাশনস, ডিক্লারেশন অন দ্যা প্রোটেকশন এ্যান্ড প্রোমোশন অফ দ্যা রাইটস অফ মাইগ্রান্ট ওয়ার্কারস জানুয়ারি ২০০৭, বিশদভাবে দেখান ঃ http://www.asean.org/index/php/communities/asean-politicial-security-community/item/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers-2

১৭৮. আইএলও ট্রিপার্টাইট এ্যাকশন ফর প্রোটেকশন এ্যান্ড প্রোমোশন অফ দ্যা রাইটস অফ মাইগ্রান্ট ওয়ার্কারস এ্যান্ড দ্যা আইএলও ডিসেন্ট ওয়ার্ক টেকনিক্যাল টিম ব্যাংকক, এ্যাসেসমেন্ট অফ দ্যা রেডলাইনস অফ এশিয়ান মেম্বারস ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্যা কমিটমেন্ট টু দ্যা ফ্রি ফ্লো অফ স্কিলড লেবার উইদিন দ্যা এশিয়ান একোনোমিক কমিউনিটি ফ্রম ২০১৫, ২০১৫, পৃ৪৮ এ্যান্ড পৃ ৭৮ এভেইলেবল এ্যাট -http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/ wcms 310231.pdf.

১৭৯. সি এবোভ, নোট ১৭৭, প্রিন্সিপাল ৫।

কাজের অধিকার অন্যান্য মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। [১৮৯] যদিও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে শরনার্থী হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু কাজের অধিকার সীমিত, ত্রুটিপূর্ণ আইন ব্যবস্থা এবং সরকারি কর্মতর্কাদেব অন্যায় জুলুমের দরুন।[১৯০]

আইসিইএসসিয়ার অধীন ইকোনোমিক অ্যান্ড কালচারাল রাইটস কমিটি সুনির্দিষ্টভাবে বলে যে 'শর্তহীন ও নিঃশর্তভাবে প্রপ্তি' কখনো কাজের অধিকার হতে পারে না। [১৯১] অধিকতরভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার আছে, বলপূর্বক শ্রম থেকে সুরক্ষা পাওয়া অধিকার আছে,[১৯২] অন্যায়ভাবে কর্ম থেকে বঞ্চিত না করার অধিকার আছে। কনভেনশণের প্রিন্সিপার অফ নন-ডিসক্রিমিনেশন অভিবাসী শ্রমিকদের ও তার পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা কর্মের অধিকারের সমান সমতা নির্ণয় করে। [১৯৪]

ঘ. গ্রেফতার ও আটক

এএইসআর এর ১২ নং ধারার অধীনে, 'প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। [১৯১] কোনো ব্যক্তিকে নির্বিচারে গ্রেফতার, অনুসন্ধান, আটক, অপহরণ করা যাবে না অথবা স্বাধীননা হানী হয় এমন কিছু করা যাবে না।[১৯৫] এরূপ নির্বিচারে আটক বিরোধী নীতি উভয় আইসিপিআর এর ২ নং ধারায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।[১৯৬] বিনা বিচারে আটক বিরোধী ধারণা আন্তর্জাতিক আইনে অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত ক়রার জন্য একটি মৌলিক ধারণা হিসেবে গণ্য করা হয়। আইসিসিপিআর এর ৯ নং ধারা এর উপর মানবাধিকার কমিটির সাম্প্রতিকতম মন্তব্য অনুযায়ী ঃ

---

১৮১. প্রাগুক্ত, প্রিন্সিপাল ৩।

১৮২. প্রাগুক্ত, প্রিন্সিপাল ৪।

১৮৭. জাতি সঙ্ঘের হাই কমিশনার হিউমান রাইটস মান্যতা করেনঃ ১৮৭. অনলি অফিস অফ দ্যা হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস, দ্যা ইকোনোমিক, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস অফ মাইগ্রান্টস ইন এ্যান ইররেগুলার সিটুয়েশন, ২০১৪, পৃ ১১৩, দেখুনঃ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_en.pdf|

১৮৮. প্রাগুক্ত।

১৮৯. এ্যাকোর্ডিং টু দ্যা কমিটি অন একোনিমিক, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস, ''দ্যা এনজয়মেন্ট অফ দ্যা রাইট টু জাস্ট এ্যান্ড ফ্যাবোরেবল কন্ডিশন্স অফ ওয়ার্ক ইজ অলসো এ প্রি রিকুজিট ফর, এ্যান্ড রেজাল্ট অফ, দ্যা এন অজয়মেন্ট অফ আদার কভন্যান্ট রাইটস''। সি কমিটি অন একোনমিক,সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস রাইট টু জাস্ট এ্যান্ড ফ্যাবোরেবল কন্ডিশন্স অফ ওয়ার্ক *(Article 7 of the International Covenant on Economic, Social and cultural Rights)*, 20 January 2015, UN Doc.E/C.12/54/R.2, Para 2.

১৯০. প্রাগুক্ত, নোট ১৪৭, ইকয়াল অনলি ইন নেমঃ দ্যা হিউম্যান রাইটস অর স্টেটলেস রোহিঙ্গা ইন থাইল্যান্ড পৃ.৭১।

১৯১. কমিটি অন ইকনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, জেনারেল কমেন্ট নন. ১৮, দ্য রাইট টু ওয়ারকেঃ অনুচ্ছেদ ৬ অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কভনান্ট অন ইকনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, ডচ্ছু ঈদ্রত্ব. ক্ক/ঙ্. ১২/ঞ্চ/১৮১ ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬, প্যারা ৬

‘মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৩ নং ধারা অনুযায়ী, সবারই জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। এটিই সার্বজনীন ঘোষনার দ্বারা সুরক্ষিত প্রথম স্বতন্ত্র অধিকার, যা ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য চুক্তির ৯ নং অনুচ্ছেদ এর উপর গুরুত্ব প্রকাশ করে। ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা তাদের নিজেদের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ, এবং এছাড়াও ব্যক্তির স্বাধীনতাহীনতা এবং নিরাপত্তাহীনতা ঐতিহাসিকভাবেই অন্যান্য অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।[১৯৭]

একইভাবে, সিআরসি এর ৩৭ (২) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ঃ

কোনো সন্তানকে তার স্বাধীনতা থেকে অবৈধভাবে বা ইচ্ছামতো বঞ্চিত করা যাবে না। গ্রেফতার, আটক বা শিশু কারাদন্ড, আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং শুধুমাত্র সথাসম্ভব একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সর্বশেষ অধিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।[১৯৮]

৩৭ নং ধারায় এও বলা আছে যে, যখন একটি শিশু স্বাধীনতাহীন অবস্থায় থাকে, তখনও তাকে মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে, তার বয়স অনুযায়ী সর্ব্বোচ্চ সুবিধা প্রদান করতে হবে।[১৯৯] এছাড়াও একটি শিশুকে আইনি প্রতিনিধি গ্রহণের অধিকার দিতে হবে এবং কেটি আদালতে তার আটকের বৈধতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ দিতে হবে।[২০০] বেআইনি গ্রেফতার ও আটক থেকে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, আন্তর্জাতিক আইনশাস্ত্রের একটি কাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে; যেখানে রাষ্ট্র এবং উদ্বাস্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উভয়ে— সুরক্ষার জন্য প্রতিবেদন ও নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[২০১] ইউএনএইচসিআর একটি আটক নির্দেশিকার প্রবর্তন করেছে, যা থেকে এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী সর্বশেষ অধিষ্ঠান হিসেবে বিবেচ্য।[২০১] আশ্রয়প্রার্থনা আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ নয়, আর তা আটক বা শরণার্থীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে সাবধানতার সহিত পর্যালোচনা করা আবশ্যক।[২০২] সমঅধিকার ট্রাস্ট নীতিমালা প্রণয়ন হয়েছে যেখানে নির্বিচারে আটককৃত ব্যক্তির সুরক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।[২০৩] এই নির্দেশিকাগুলো আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত,[২০৪] নিদিষ্টভাবে রোহিঙ্গা প্রাসঙ্গিক[২০৫], যা শুধুমাত্র তাদের আশ্রয় অবস্থার উপর না এমনকি তাদের রাষ্ট্রহীনতার উপরও গভীর মনোযোগ প্রদান করে।[২০৬]

(Committee on Economic, Social and ultural Rights, General Comment No. 18, The Right to Work: Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc. E/C.12/GC/18, 6 February 2006, Para 6.)

১৯২. প্রাগুক্ত।

১৯৩. প্রাগুক্ত।

১৯৪. প্রাগুক্ত, প্যারা ১৯ এ্যান্ড ৩১। ইট হ্যাজ বিন নোটেড দ্যাট দিজ রাইট” মিয়ারলি রিকোয়াস দ্যাট হোয়ার নন-ন্যাশনালস আর গ্রান্টেড অ্যাকসেস টু এসপ্লয়মেন্ট, দিজ সুড বি অন দ্যা বেসিস অফ নন-ডিজক্রিমিনেশন”।

১৯৫. প্রাগুক্ত, নোট ৩৯, আর্টিকেল ১২।

১৯৬. ইন্টারন্যাশনাল কভন্যান্ট অন সিভিল এ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস, আর্টিকেল ৯।

১৯৭. হিউম্যান রাইটস কমিটি, জেনারেল কমেন্ট নং ৩৫, আর্টিকেল ৯ (লিবার্টি এ্যান্ড সিকুরিটি অফ পারসন), UN Doc.CCPR/C/GC/35, 16 December, ২০১৪

ঙ. শিক্ষা

শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। দীর্ঘস্থায়ী রাষ্ট্রহীনতা পরিস্থিতির কারণে রোহিঙ্গা শিশুরা নিবন্ধীকরণেব প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত পূরণ করতে অক্ষম এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সুযোগ গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রহীন শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ থাকে না এবং যার অর্থ হলো তারা খুবই কমই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যেতে পারে এবং আরও শোষিত হয়।[২০৭] ইউএনএইচসিআর শিক্ষাগ্রহণের অভাব এবং শিশুশ্রমের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।[২০৮]

বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড সিআরসি এর অধীনস্থ একই দলভুক্ত। একই দলভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিশুদের শিক্ষা অধিকার স্বীকার করে।[২০৯] এছাড়াও রাষ্ট্রকে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে; পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা; উচ্চ শিক্ষা; শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশিকা প্রদানকরতে হবে এবং নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হতে উৎসাহিত করতে হবে।[২১০] যদিও মালয়েশিয়া বৈষম্যহীন শিশুশিক্ষার অধিকারে আপত্তি[২১১] প্রকাশ করেছে, সিআরসি [২১৩] এর বিধান অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনি নথি দ্বারা প্রতিস্থাপন[২১৩] করা হয়েছে।[২১৪]

---

১৯৮. মালয়েশিয়া হ্যাজ এন্টারড এ রিজারভেশন টু দিজ আর্টিকেল।

১৯৯. কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড, অনুচ্ছেদ ৩৭(গ)। (Convention on the Rights of the Child, Article 37(ç)।

২০০. প্রাগুক্ত, আর্টিকেল, ৩৭(বি)।

২০১. ইউএনেইচসিআর, ডিটেনশন কাইডলাইনসঃ গাইডরাইনস অন দ্যা এপ্লিকেবল ক্রাইটেরিয়া এ্যান্ড স্টান্ডার্ড, রিলেটিং টু দ্যা ডিটেনশন অফ এ্যাসাইলাম-সিকারস এ্যান্ড অল্টারনেটিভস টু ডিটেনশন, ২০১২, পৃ. ৬।

২০২. প্রাগুক্ত।

২০৩. ইকুয়াল রাইডস ট্রাস্ট, Guidelines to Protect Stateless Persons from Arbitrary Detention, 2012, available at: http://www.equalrightstrustorg/ertdocumentbank/guidelines%20complete.pdf.

২০৪. প্রাগুক্ত, প্রিন্সিপাল ২৫

২০৫. প্রাগুক্ত, প্রিন্সিপাল ২৭

২০৬. প্রাগুক্ত, প্রিন্সিপাল ৩১ এ্যান্ড ৪৩

২০৭. ইউএনএইচসিআর, আন্ডার দ্যা রাডার এ্যান্ড আন্ডার প্রোটেক্টেডঃ দ্যা আর্জেন্ট নিড টু এ্যাড্রেস স্টেটলেস চিল্ড্রেন'স রাইটস, জুন ২০১২, পৃ ৯।

২০৮. প্রাগুক্ত।

২০৯. কনভেনশন ান দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইল্ড, আর্টিকেল ২৮। মালয়েশিয়া হ্যাজ এন্টারড এ রিজারভেশন টু দ্যা অবলিগেশন আন্ডার আর্টিকেল ২৮(১)(১) টু ইউনিভার্সাল ফ্রি প্রাইমারি এডুকেশন।

২১০. প্রাগুক্ত, আর্টিকেল ২৮।

আইসিইএসসিআর এর মত এআইচআরডি এবং এএসইএএন এর স্কুল থেকে বাদ পড়া শিশু এবং যুব বিষয়ক ঘোষণায় শিক্ষার ওপর জোর প্রদান করে বলা আছে যে, শিক্ষা লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। পরিষেষে বলা যায়, শিক্ষাগত অধিকার রাষ্ট্রহীনতা এবং শরণার্থী উভয় নীতিমালারই আন্তর্জাতিক। শিশু অধিকার সংস্থা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংস্থার গবেষণায় পাওয়া যায় যে, শিক্ষার অধিকার নাগরিকত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়।[২১৫] যদিও এই পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ডের সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়নি, কিন্তু এটির দ্বারা শিক্ষা এবং বৈষম্যহীন অধিকারের সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক অনুশীলন প্রতিফলিত হয়।

এছাড়া এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনশাস্ত্র রয়েছে যা শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় পথ প্রদর্শক। আফ্রিকান অধিকার ও শিশু কল্যাণ কমিটির বিশেষজ্ঞরা নুবিয়ান বনাম কেনিয়ার অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পরিস্থিতি বিবেচনা করেন। এই পরিস্থিতি কেনিয়ার নুবিয়ানদের সংকটময় নাগরিক অবস্থার প্রকাশ করে। শত শত বছর ধরে কেনিয়ায় বসবাসকারী হওয়া সত্বেও নুবিয়ান শিশুদের জন্মের সময় কেনিয়ান হিসেবে নিবন্ধিত করা হয় না। আদলত মতে সেখানে শিক্ষা প্রদানে কার্যত একটি বৈষম্য রয়েছে, যা নুবিয়ান শিশুদের কেনিয়ার নাগরিক হিসেবে বৈধতা দেওয়ার পলে সৃষ্ট। আদালত মতে ওই শিশুরা :

> ‘একটি বড় সময়কাল ধরে সম্পদের বৈষম্যমূলক বন্টন ব্যবস্থার দরুণ, অসামঞ্জস্যভাবে সংখায় কম স্কুল এবং শিক্ষার অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষাগত চাহিদা থেকে উপেক্ষিত হয়েছে। শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে ব্যয়সাধ্য সম্পদ থাকা সত্বেও তাদের শিক্ষার অধিকার কার্যকর করা হয়নি।[২১৬]

---

২১০. প্রাগুক্ত, আর্টিকেল ২৮।

২১১. প্রাগুক্ত, আর্টিকেল ২।

২১২. সি এবোভ, নোট ৩৯, আর্টিকেল ৩১।

২১৩. ইন্টারন্যাশনাল কভেনান্ট অন ইকোনোমিক, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস, আর্টিকেল ১৩।

২১৪. সি সেকশন ২এ এ্যান্ড এবোভ।

২১৫. ইরান সম্পর্কে সর্বশেষ পর্যবেক্ষনে, শিশু অধিকর কমিটি মতামত দিয়েছেঃ ‘‘রিভিউজিসহ সকল শিশুদের যেকোন পর্যায়ে সব পদ্ধতির সমান শিক্ষার অধিকার রয়েছে, লিঙ্গ, ধর্ম, বিশেষ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা শিশু, জাতীয়তা অথবা উদ্বাস্তু শিসুদের কোন ধরনের বৈষম্য ছাড়াই’’। সি কমিটি অন দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইলড, ইনক্লুডিং অবজারবেশনঃ ইরান, ইউএন সিআরসি/সি/১৪৬১৯, ১৯ জুলাই ২০০৫, প্যারা ৪৯৬। ইন ইটস ২০০৪ কলক্লুডিং অবজারবেশন অন আজারবাইজান, দ্যা কমিটি অন ইকোনোমিক, সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস নোটেড ইটস কনসার্ম রিগারডিং দ্যা’’ পারসিস্ট্যান্ট ডি ফ্যাক্টো ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট ফরেইন সিটিজেন, এথনিক মাইনারিটিজ এ্যান্ড স্টেটলেস পারসনস ইন দ্যা ফিল্ড অফ হাইজিং, এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড এডুকেশন’’; হোয়াইল অলসো এক্সপ্রেসিং কনসার্নি স্টেটলেস পারসনস’’ ডাজ নট প্রোভাইড ফ্রি কম্পালসরি এডুকেশন টু নন-আজারবানি চিল্ড্রেন।

২১৬. আফ্রিকান কমিটি অফ এক্সপার্ট অন দ্যা রাইটস এ্যান্ড এ্যয়লফেয়ার অপ দ্যা চাইল্ড, নুবিয়ান মিনরস ভি, কেনিয়া, ২২ মার্চ ২০১১, কমিউনিকেশন নং কম/০০২/০০৯, প্যারা ৬৫।

একইভাবে, ইয়েন এবং বসিকো শিশু বনাম ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে, আন্তঃআমেরিকান আদালত মোতাবেক, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র উৎপত্তি বা বংশপরিচয় নির্বিশেষে, সব শিশুদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে, যা শিশুদের বিশেষ সুরক্ষা প্রদানের আবশ্যকীয়তা থেকে উদ্বাভিত হয়।[২১৭]

চ. চলাফেরার স্বাধীনতা

চলাফেরার স্বাধীনতা শরণার্থী ও রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির অন্যান্য অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনগত নীতিমালা দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। এইচআরডি এর ১৫নং ধারার অধীনে,

> 'প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে চলাফেরা এবং বসবাস স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বসহ যে কোনো দেশ ছেড়ে যাওয়া অথবা তার দেশে ফেরার অধিকার রয়েছে।[২১৮]

একই বিধান আইসিসিপিআর [২১৯] এবং আইসিইআরডি [২২০] এর অধীনে পাওয়া যেতে পারে। ১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রহীনতা সম্মেলনের ২৬ নং প্রবন্ধের অধীনে, আইনসম্মতভাবে একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি বিদেশী নাগরিক সীমাবদ্ধতা ছাড়া যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে বিরচণ করার অধিকার রাখে।[২২১] একই বিধান শরণার্থী সম্মেলনের ২৬ নং ধারার অধীনেও পাওয়া যায়। একই বিধান রেফিউজি কনভেনশন [২২২]ধারা ২৬ এর অধীন পাওয়া যায়। শেযোক্ত দুটি বিধান আন্তর্জাতিক ডিসকোর্সে কিছু উদ্বেগের কারণ হয়েছে বৈধ আবাসের অভাব রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গাদের নানা সমস্যার সৃষ্টি করে, যারা তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রতিনিয়ত কষ্টের সম্মুখীন হয়। অথচ বিদেশী নাগরিকদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার রয়েছে।

অভ্যন্তরীনভাবে এবং রাষ্ট্র সীমানা অতিক্রম উভয়ক্ষেত্রে ভ্রমণ করার স্বাধীনতা না থাকলে একজন ব্যক্তির অন্যান্য সংরক্ষিত অধিকার গ্রহণও বাধাগ্রস্থ হয়। মানবাধিকার সংস্থার ২৭ নং সাধারণ মন্তব্যে অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সঙ্গে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারের পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং একজন ব্যক্তির অবাধ বিকাশের জন্য এটিকে একটি অপরিহার্য্য শর্ত[২২৩]হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির অস্বীকার করা হলে, তার স্বাস্থ্য এবং জীবিকা

---

২১৭. *Case of the Yean and Bosico Children v. The Dominican Republic*, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR), 8 September 2005, Para 244.

২১৮. সি এবোভ, নোট ৩৯, আর্টিকেল ১৫।

২১৯. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন সিভিল এ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস, আর্টিকেল ১২।

২২০. ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্যা এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, আর্টিকেল ৫।

২২১. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্যা স্টাটাস অফ স্টেটলেস পারসনস, আর্টিকেল ২৬।

২২২. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্যা স্টাটাস অফ রিফিউজি, আর্টিকেল ২৬।

২২৩. হিউম্যান রাইটস কমিটি, জেনারেল কমেন্ট নং ২৭০ঃ আর্টিকেল ১২ (ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট) ইউএন ডক, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 2 November 1999, Para 1.

হতে পারে। এই অধিকারের সীমাবদ্ধতা ব্যক্তির কাজ এবং সম্পত্তির অধিকারে, সর্বজনীন সুবিধা (চিকিৎসা সেবা এবং শিক্ষাসহ) গ্রহণে, পারিবারিক অধিকারে বাধা হতে পারে বিশেষ করে বিচ্ছিন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে। ইউএনএইচসিআর এর মতে, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অভাবে দারিদ্র্য এবং প্রান্তিকীকরণ বৃদ্ধি পেতে পারে। ২২৪এর পাশাপাশি মানবিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে।২২৫

স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার তিনটি মাত্রা আছে। প্রথম উদ্বেগ হচ্ছে, একটি রাষ্ট্র ত্যাগের স্বাধীনতা এবং উদ্বাস্তু পরিস্থিতি। আইসিসিপিআর এর ১২(২) নং প্রবন্ধের অধীনে বলা আছে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দেশ সহ যে কোনো দেশ ত্যগ করার জন্য স্বাধীন হবে। কমিটির বক্তব্যে স্পষ্ট বলা আছে যে, ১২ নং প্রবন্ধের পরিধি শুধুমাত্র আইনত একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাসকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যে কোনো দেশ থেকে বহিস্কৃত ব্যক্তিও, রাষ্ট্রের স্বীকৃতি সাপেক্ষে যে কোনো রাষ্ট্র নির্বাচন করতে পারবে।২২৬

দ্বিতীয় উদ্বেগ হচ্ছে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচলের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রহীনতা এবং শরণার্থী সম্মেলনের শর্তানুযায়ী, আইসিসিপিআর ‘আইনত সীমানার মধ্যে বসবাসকারী’ ব্যক্তির অধিকার পরিধি সীমিত করে দেয়। ২২৭ বিদেশী নাগরিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র নাগরিকদের অন্তর্ভূক্ত হবে কি না তা গার্হস্থ্য আইনের ওপর নির্ভরশীল। কমিটি অবশ্য স্পষ্ট করেছে যে, একজন ব্যক্তি যিনি দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু নিয়মিতভাবে বসবাস করছেন, ১২ নং ২২৮ প্রবন্ধ বাস্তবায়নের জন্য তাকে অবশ্যই বৈধ নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। শুধুমাত্র জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য এবং সুনীতি, অথবা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ রক্ষা করার জন্য, চুক্তির ১২ (২) নং প্রবন্ধের ভিত্তিতে এই অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ আপোর করা সম্ভব। ২২৯ উপরের শিরোনামের অধীনে কোনোরকম সীমাবদ্ধতা আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সমানুপাতিকস অন্তত অধিকারমূলক ২৩০ যার অর্থ অধিকারের ক্ষতিসাধন না করে কার্যসাধন করা। অনুমোদনযোগ্য সীমাবদ্ধতা ‘‘চলাচলের নীতিকে খর্ব করতে পারে না’।২৩১

উপরোক্ত AHRDএর চূড়ান্ত উক্তি অনুযায়ী সর্বশেষ মাত্রাটি হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তির ‘নিজ দেশে ফেরত আসার্র’ অধিকার। আইসিসিপিআর এর ১২ (৪) প্রবন্ধে অনুরূপ একটি নীতিমালা পাওয়া যায়। এই নীতিমালার বিশ্লেষণ মানবাধিকার চুক্তি

---

২২৪. ইউএনএইচসিআর, হ্যান্ডবুক ফর দ্যা প্রোটেকশন অফ ইন্টারনার্লি ডিসপ্লেস পারসনস, অ্যাকসন শিট ৮, পৃ ২২৪, এভেইলেবল এটঃ http://www.unhcr.org/4794702.pdf.।

২২৫. প্রাগুক্ত।।

২২৬. সি এবোভ, নোট ২২৩, প্যারা ৮।

২২৭. প্রাগুক্ত, প্যারা ৪।

২২৮. প্রাগুক্ত।

২২৯. International Covenant on Civil and Political Rights, Article 12(3)।

২৩১. প্রাগুক্ত, প্যারা ২।

সংস্থা এবং স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় সরকারগুলোব[২৩২] মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। মানবাধিকার সংস্থা জোর দিয়ে বলছে যে, এই বিধান শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এমনকি একজন যার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে বা একটি নির্দিষ্ট দেশের সম্পর্ক রয়েছে, তাকেও নিছক বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।[২৩৩] In *Stewart v Canada*, the Committee gave examples of individuals who may be included under the above approach, including those stripped of or denied their nationality contrary to international law:

> *In short, while these individuals may not be nationals in the formal sense, neither are they aliens within the meaning of article 13. The language of article 12, paragraph 4, permits a broader interpretation, moreover, that might embrace other categories of long-term residents, particularly stateless persons arbitrarily deprived of the right to acquire the nationality of the country of such residence.*[234]

The HRC have stated the high threshold of this right, expressing their view that there exist very few circumstances in which a deprivation of the right to return to one's home country could be considered reasonable.[235]

ছ. পারিবারিক অধিকার ও বিবাহ

বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের অধিকার বিস্তৃতভাবে আন্তর্জাতিক আইনে সংরক্ষিত। এডিএইচআর এর ১৯ নং প্রবন্ধের অধীনে ঃ

> সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক হিসেবে পরিবারকে সমাজ এবং প্রতিটি ওএসইএএন এর সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা সুরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা এবং পুরুষদের তাদের মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত আইনে পরিবার গঠন এবং একটি বিবাহ ভেঙে বিয়ে করার অধিকার আছে।[২৩৬]

---

২৩২. সি অস্ট্রেলিয়ান গভর্ণমেন্ট, রেস্পন্স অফ দ্যা অস্ট্রেলিযান গভার্ণমেন্ট টু দ্যা ভিউ অফ দ্যা কমিটি ইন কমিউনিকেশন নং ১৫৫৭/২০০৭, Nystrom et al v Australia (সি ১৮ জুলাই ২০১১), প্যারা ১৪ এভেইলেবল এ্যাটঃ http://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/HumanRights/DisabilityStandards/Documents/NystromentalvAustralia-AustralianGovernmentResponse.pdf.। সি অলসো মারিয়া-তেরেসা গিল-বাজো ''রিফিউজি প্রোটেনশিয়াল আন্ডার ইন্টারন্যাসনাল হিউম্যান রাইটস লঃ ফ্রম নন-রিফর্মমেন্ট টু রেসিডেন্স এ্যান্ড সিটিজেনশিপ'' রিফিউজি সার্ভে কোয়ার্টর্লি, ৫ জানুয়ারী ২০১৫, পৃ ৩৭।

২৩৩. স্টুয়ার্ট ভি কানাডা, হিউম্যান রাইটস কমিটি, কমিউনিকেশন নং ৫৩৮/১৯৯৩,১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ইউএন ডক। সি সি পি আর/সি/৫৮/১৯৯৩/, প্যারা ১২.৪।

২৩৪. প্রাগুক্ত।

২৩৫. নিসট্রম ভ অস্ট্রেলিয়া, হিউমান রাইটস কমিটি, কমিউনিকেশন নং ১৫৫৭/২০০৭ ১৮ অকাস্ট ২০১১, UN Doc. CCPR/C/১০২/D1557/২০০৭Para 7.6(Nystrom v Australia, Human Rights Committee, Communication No. 1557/2007, 18 August 2011, UN Doc. CCPR/C/102/D/1557/2007, Para 7.6).

২৩৬. প্রাগুক্ত, নোট ৩৯, আর্টিকেল ১৯।

২৩৭. ইন্টারন্যাশনাল কভন্যান্ট অন সিভিল এ্যান্ড পরিটিকাল রাইটস, আর্টিকেল ২৩ এ্যান্ড ১৭।

২১ নং ধারা অনুযায়ী পারিবারিক জীবনে খেয়ালখুশিমত হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। আইসিসিপিআর, [২৩৭]আইসিইএসসিআর,[২৩৮] সিইআরডি, [২৩৯] এবং সিইডিএডাব্লিউ এর (পুরুষদের ক্ষেত্রে সমান ভিত্তিতে)[২৪০] অধীনেও একই বিধান পাওয়া যায়। ১২ নং ধারার অধীনে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা, (বিষয়ের অধিকার ও আইনি ক্ষমতাসহ) তার স্থায়ী নিবাস বা এবং পূর্বে অর্জিত বিষয়ের অধিকার দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত হবে।[২৪১]

১. বিবাহ

আন্তর্জাতিক আইন বিবাহ করা এবং একটি পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রক্ষা করে। আইসিসিপিআর এর ২৩(২) নং ধারায় 'পুরুষ এবং বিবাহযোগ্য বয়সের নারীর বিবাহ এবং পরিবার গঠন স্বীকৃতি রয়েছে। এই অধিকার এএইচআরডি এর ১৯ নং অনুচ্ছেদে প্রতিদ্ধনিত আছে।

সিইডিএডাব্লিউ এর ১৬(২) নং ধারায় বিবাহ নিবন্ধনের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বলা আছে যে, 'বিয়ের স, রকারি নিবন্ধনের জন্য আইনানুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।' এটি বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য প্রাথমিক একটি প্রক্রিয়া। নারীর বৈষম্য দূরীকরণ কমিটির সুপারিশ নং ২১ এ ঃ

> 'সকল বিবাহ শিষ্টভাবে বা পছন্দসই বা ধর্মীয় আইন অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ হয়েছে কিনা তার দলিল গ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রচলিত রীতি মেনে অংশীদারদের মধ্যে সমতা, বিষয়ের জন্য নূন্যতম বয়স, দুই পত্নী গ্রহণ ও বহুবিবাহে নিষেধাজ্ঞা এবং শিশুর অধিকার রক্ষা করতে পারে।[২৪২]

বিবাহ নিবন্ধন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা 'মৃত্যুর বা বিবাহবিচ্ছেদ [২৪৩] দ্বারা সম্পত্তি সমক্রান্ত স্বামী বা স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করে। ফলে ঃ

> 'অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের উচিৎ বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের একটি আইনি নীতিমালা স্থাপন করা এবং প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিকারী কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে

---

২৩৮. ইন্টারন্যশনাল কভন্যান্ট অন ইকোনোমিক সোশ্যাল এ্যান্ড কালচারাল রাইটস, আর্টিকেল ১০।

২৩৯. কভন্যান্ট অন দ্যা এলিমিনেশন অন রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, আর্টিকেল ৫।

২৪০. কনভেনশন অন দ্যা এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট উইমেন, আর্টিকেল ১৬। এডিশোলাল্লি, দ্যা কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইল্ড কনটেইনস এ নাম্বার অফ প্রোভিশন অন এ চাইল্ড'স ফ্যামিলি রাইটস।

২৪১. কনভেনশন রিলেটিং টু দ্যা স্টাটাস অফ স্টেটলেস পারসনস, আর্টিকেল ১২।

২৪২. কমিটি অন দ্যা এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট উইমেন, জেনারেল রিকমেন্ডেশন অন আর্টিকে ল ১৬ অফ দ্যা কনভেনশন, ইউএন ডক। Doc.A/49/38, 1994, Para 39.

২৪৩. কমিটি অন দ্যা এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট উইমেন, জেনারেল রিকমেন্ডেশন অন আর্টিকেল ১৬ অফ দ্যা কনভেনশন, ইউএন ডক, CEDAW/C/GC/29, 2013, Para 25.

নীতিমালা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র নারী অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।'[২৪৪]

মানবাধিকার সংস্থা পরিবার গঠন অধিকার বিষয়ে তাদের ২৩ নং ধারার সাধারণ মন্তব্য প্রসারিত করেছে ঃ

> 'পরিবার গঠনের মাধ্যমে নীতিগতভাবে সন্তান জন্মদান এবং একসাথে বসবাস করার অধিকার পাওয়া যায়। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যখন যখন পরিবার পরিকল্পনা নীতি অবলম্বন করে, তখন তা চুক্তির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ এবং বিশেষ করে, অবৈষম্যমূলক বা অবাধ্যমূলক করা উচিৎ।'[২৪৫]

আন্তর্জাতিক আইন বার্জাতি, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কোনোরকম সীমাবদ্ধতা ছাড়া বিবাহ করার অধিকার প্রদান করে।[২৪৬] এক অর্থ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি বা শরণার্তীর্থদের তাদের জাতীয়তার ওপর ভিত্তি করে বিবাহের জাতিভিত্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিৎ নয়। সমঅধিকার সংস্থার মাধ্যমে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে যে, যেহেতু রোহিঙ্গারা আনুস্থানিকভাবে বিবাহের স্বীকৃতি পায় না, তাই তারা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাসিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।[২৪৭]

২. বিবাহ - বিচ্ছেদ

যেহেতু অনেক রোহিঙ্গা আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ স্বীকৃত করতে সক্ষম হয় না, তাই আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়াতেও এর প্রভাব পড়ে।[২৪৮] আইসিসিপিআর মতে, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার এবং দায়িত্বের সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। রাষ্ট্র কর্তৃক বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তি বন্টনে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা উচিৎ।[২৪৯] উরপন্তু বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে স্বামী - স্ত্রী উভয়ের তাদের সন্তানদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করা উচিৎ।[২৫০]

৩. হেফাজত অধিকার

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, রোহিঙ্গাদের বিবাহের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন, তালাক ও হেফাজতের অধিকারে প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক আইন আনুযায়ী যে স্বামী -স্ত্রীর পরিবারে সমান অধিকার ও দায়িত্ব

---

২৪৪. প্রাগুক্ত, প্যারা ২৬।

২৪৫. হিউম্যান রাইটস কমিটি, সি সি পি আর জেনারেল কমেন্ট নং ১৯ ঃ আর্টিকেল ২৩ (দ্যা ফ্যামিলি প্রটেকশন অফ দ্যা ফ্যামিলি, দ্যা রাইট টু ম্যারিজ এ্যান্ড ইকুয়াল অফ দ্যা স্পাউস, ২৭ জুলাই ১৯৯০।

২৪৬. ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস, আর্টিকেল ১৬।

২৪৭. সি ইকুয়াল রাইটস ট্রাস্ট এভোব, নোট ৬৮ পৃ. ১৬।

২৪৮. অফ ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন সিভিল এ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস, আর্টিকেল ২৩ (৪)।

২৪৯. সি এবোভ, নোট ২৪২, প্যারা ২৮।

২৫০. প্রাগুক্ত প্যারা ২০।

আছে ঠিক তেমনি সমান অধিকার ও অধিকার ও দায়িত্ব আইনি বিচ্ছেদের পরও থাকে। অতএব, রাষ্টকে অবৈষম্যমূলক নীতিমালার ভিত্তিতে সন্তানের হেফাজত পদ্ধতি, অধিকার বা পিতামাতার কর্তৃত্ব পরিদর্শন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।[২৫১]আছে ঠিক তেমনি সমান অধিকার ও অধিকার ও দায়িত্ব আইনি বিচ্ছেদের পরও থাকে। অতএব, রাষ্টকে অবৈষম্যমূলক নীতিমালার ভিত্তিতে সন্তানের হেফাজত পদ্ধতি, অধিকার বা পিতামাতার কর্তৃত্ব পরিদর্শন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।[২৫২] এটা লক্ষ্যণীয় যে পারিবারিক ঐক্য শিশু নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৫৩] তাই যেসব শিশু এক বা উভয় পিতামাতা থেকে পৃথক হয়েছে 'তাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং একটি নিয়মিত ভিত্তিতে উভয় নিয়মিত ভিত্তিতে উভয় বাবার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার করার জন্য বাখা করা হয়েছে।[২৫৪]

৪. উপসংহার

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন - রোহিঙ্গার অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রযেছে। স্বতন্ত্রভাবে কোনো আইনি নীতিমালা শরনার্থীস নতুবা রাষ্ট্রহীনতা বা মানবাধিকার আইনের সমন্বিত অবকাঠামো যদি বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড যদি সঠিকভাবে গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত করে রোহিঙ্গা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব। আঞ্চলিক পর্যয়েও এএইচ আরডি এর কিছু প্রাসঙ্গিক বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড এখনও রোহিঙ্গাদের তাদের সীমানার মধ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে অধিকার প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষ করে সিআরসি অধীনস্থ জন্ম নিবন্ধন এবং জাতীয়তার অধিকার অনথিভূক্ত এবং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরনার্থীদের জীবনকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

এই প্রতিবেদনে আওতাভূক্ত রাষ্ট্রগুলোকে সম্মান, সুরক্ষা এবং সমর্থিত চুক্তিসমূহের অধীনেস্থ বাধ্যবাধকতা পূরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটা আশা করা যায় যে, আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্র অধিক্রমণের মাধ্যমে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড কোনোরকম আসন সংরক্ষণ ছাড়াই মানবাধিকার চুক্তিসমূহ অনুমোদন এবং শরণার্থী সমাবেশ এবং রাষ্ট্রহীনতা উভয়ক্ষেত্রে সম্মত হওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে।

---

২৫১. সি এবোভ, নোট ২৪৫, প্যারা ৯।

২৫২. প্রাগুক্ত।

২৫৩. কমিটি অন দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইল্ড, জেনারেল কমেন্ট নং ১৪ (২০১৩) অন দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইল্ড টু হিজ অর হার বেস্ট ইন্টারেস্টস টেকেন এ্যাজ এ প্রাইমারি কনসিডারেশন (আর্ট ৩, প্যারা ১) ইউএন ডক. সিআরসি/সি/জিসি/১৪,২০১৩,প্যারা ৬০।

২৫৪. কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অফ দ্যা চাইল্ড, আর্টিকেল ৯(৩)।